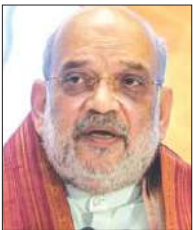


ইরানকে ভুলে সৌদির দিকে এগোচ্ছে ভারত?

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি সৌদি আরবের রাজকুমার মহম্মদ বিন সলমনের সঙ্গে ফোনে আলোচনা করেছেন, যেখানে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে কথা হয়। মোদি এক্স হ্যাভেলে জানান, জাহাজপথ নিরাপদে খুলে দেওয়াটাই অত্যন্ত জরুরি এবং এই বিষয়ে সৌদি রাজকুমারের সঙ্গে একমত হয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, তিনি সৌদিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের পাশে থাকার জন্য সৌদি আরবকে ধন্যবাদ জানান। এমন সময় এই আলোচনা হল, যখন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে যে, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং আমেরিকাকে তাদের বিমানঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। ভারত অবশ্য ইরানকে বন্ধু হিসেবে ঘোষণা করেছে, এবং ইরান জানিয়েছে যে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে ভারতকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে মোদির সৌদি রাজকুমারের সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, যেখানে ভারত একদিকে সৌদির সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করছে, অন্যদিকে ইরানের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বজায় রাখছে। উত্তেজনার আবহে ভারতের জালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছিলই। সেই পরিস্থিতিতে খানিকটা স্বস্তির খবর ইরান-এর অনুমতিতে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে দু'টি এলপিজি-বোঝাই ট্যাঙ্কার। প্রায় ৯০ হাজার টনেরও বেশি তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস নিয়ে এগোচ্ছে এই জাহাজগুলি, যা দেশের জালানি সংকট কিছুটা হলেও লাঘব করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

অমিত শাহের 'অনুপ্রবেশকারী' মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক রাজনীতিতে



নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : বাংলায় পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্ধারিত অতিথিদের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। একদিকে তৃণমূল বারবার অতিথিদের বলায়, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর, গণপিটুনি এবং হত্যার শিকার হতে হচ্ছে, অন্যদিকে শাহ এই অভিযোগে 'চুপ' থেকেও বলেন, বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন। আমরা দৃঢ় সংকল্প, অনুপ্রবেশকারীদের বেছে বেছে বার কব্বা। অমিত শাহ আরও বলেন, বাংলার মূল নিবাসীদের কোনো সমস্যা হবে না, তবে তিনি এ বিষয়ে কোনো বিস্তারিত বক্তব্য দেননি যে, যারা বাংলার 'মূল নিবাসী' হয়ে ভিন রাজ্যে বাংলা বলার কারণে নির্ধারিত হচ্ছেন, তাদের নিয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

‘বিবেচনাধীন’ প্রার্থীপদে অনিশ্চয়তা- হাইকোর্টে তৃণমূলের দ্বারস্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ মার্চ : ভোটের তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়াকে ঘিরে নতুন করে জটিলতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই চিঠিতে দ্রুত বিচারিক হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে। দলীয় বক্তব্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই যেসব মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে, সেগুলির সাপ্তিমেন্টারি তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে প্রতিদিন তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থাও চালু করার দাবি জানানো হয়েছে, যাতে সাধারণ ভোটাররা প্রয়োজন অনুযায়ী আপিলের সুযোগ পান। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়সীমা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এই অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীদের সংক্রান্ত মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে বহু প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বর্তমানে প্রায় ৬০ লক্ষ মামলার মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক মামলার ফলাফলই প্রকাশ করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক আবেদন এখনও খুলে থাকায় ভোটার ও প্রার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। এতে নির্বাচন সংক্রান্ত স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বলে দলের দাবি। শুধু তাই নয়, আপিল প্রক্রিয়া নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে দল। তাদের অভিযোগ, অনলাইনে আপিল জানানোর প্ল্যাটফর্ম এখনও পুরোপুরি কার্যকর নয়, ফলে সাধারণ মানুষ সময়সীমা সম্মুখীন হচ্ছেন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যদি আপিলের নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে বহু ভোটারের অধিকার খর্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, ভোটের তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার ধীরগতি এবং প্রশাসনিক জটিলতা ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা নির্বাচনের আগে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখার, আদালত এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয় এবং তার প্রভাব নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কতটা পড়ে।

ভোটের বাংলায় তুঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষ অমিত শাহকে ‘দিল্লির জমিদার’ বলে আক্রমণ করলেন মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৮ মার্চ : বাংলার নির্বাচনী যুদ্ধ এখন শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, চার্জশিট এবং পাল্টা চার্জশিটের সঙ্গেও প্রবল উত্তেজনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গত শনিবার কলকাতায় বসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ তুলে ৩৫ পাতার এক চার্জশিট পেশ করেছেন। শাহের চার্জশিটে দুর্নীতি, সীমান্তে অনুপ্রবেশ, জলবিদ্যুৎ পরিবর্তন সহ একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু এতে বিরোধীদের আক্রমণের জবাব দিতে পিছপা হয়নি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তারা পাল্টা ‘মোটা ভাই, জবাব চাই’ নামে এক চার্জশিট প্রকাশ করেছে, যেখানে বিজেপির অভিযোগগুলিকে কার্যত নস্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন, এ ধরনের রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত শাহের নাম না করে তাকে ‘দিল্লির জমিদার’ বলে আক্রমণ করেছেন।



শনিবার একটি ফেসবুক পোস্টে তিনি জানিয়ে দেন, বাংলার জনগণ নিজেরদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে জানে এবং কোনো ষড়যন্ত্র বাংলার মানুষকে পরাজিত করতে পারবে না। তার এই পোস্টে স্পষ্ট ছিল এক চ্যালেঞ্জ, যেখানে মমতা বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারের বন্যায় নেমে একধাপ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। অমিত শাহের চার্জশিটে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তিনি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, সীমান্তে অনুপ্রবেশ, এবং জলবিদ্যুৎ পরিবর্তনের মতো ইস্যু তুলে ধরেছেন। তার দাবি,

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শাসক দল টাকা লুট করেছে, এবং তার ফলস্বরূপ রাজ্যভূমি দুর্নীতি এবং ভয়াবহ আকার নিয়েছে। এছাড়া, তিনি অভিযোগ করেছেন যে তৃণমূল সরকার সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদের দিকে নজর না দিয়ে, বরং তাদের আশ্রয় দিয়েছে, যার কারণে রাজ্যের জনগণের

করেছেন। মমতা জানিয়ে দেন যে বাংলার জনগণ ষড়যন্ত্রের জালে ফাঁসবে না এবং তৃণমূল সরকার এই ধরনের অপপ্রচারের সামনে কখনও নত হবে না। মমতার আরও এক মন্তব্য ছিল, কোনো দুর্বৃত্তরা ষাঙ্ক-চক্রান্ত করে আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। সকল অনিষ্টকারীরা গুপ্ত মন্ত্রণা ভেঙে যাবে

নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। তবে শাহের এই অভিযোগগুলিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে অগ্রহণযোগ্য বলেই জানিয়েছেন। তিনি শাহের চার্জশিটের বিরুদ্ধে পাল্টা চার্জশিট প্রকাশ করেছেন এবং বলেন, এটা কোনো তথ্যনির্ভর অভিযোগ নয়, এটি শুধু একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, বাংলা কোনোদিন কারোর দয়া-দাক্ষিণ্যে বাঁচেনি, বাঁচবে না। আমরা আমাদের হকের অধিকার ছিনিয়ে নিতে জানি। তিনি শাহের চার্জশিটের প্রতিটি দাবি অস্বীকার করেছেন এবং একে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে উল্লেখ

করেছেন। মমতার প্রচারের মাধ্যমে এটিই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তিনি এখনও জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছেন এবং তাঁর রাজনৈতিক শক্তি ব্যাপক। মমতার জনসভাগুলিতে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি দেখিয়ে তিনি একাধিক বার জানান, আমি জনগণের হয়ে কাজ করছি, এবং তাদের আশীর্বাদ নিয়ে কোনো ষাঙ্ক আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। তিনি দলের প্রার্থীদের হয়ে ভোট চাইতে গিয়ে বিজেপির রাজ্যস্তরের সরকারকে খোলাখুলি আক্রমণ করেছেন। এসব আক্রমণের মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি রাজনৈতিকভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে একেবারে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছেন। চার্জশিটের এই যুদ্ধে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে যে, আসলে এক ধরনের শীতল যুদ্ধের পরিসর তৈরি হয়েছে, যেখানে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি নিজস্বের অবস্থান স্পষ্ট করছে। বিজেপি চার্জশিটের মাধ্যমে একদিকে তৃণমূল সরকারকে দুর্নীতি ও সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আক্রমণ করেছে, অন্যদিকে তৃণমূল এই অভিযোগগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উািয়ে দিয়েছে। এই চার্জশিট-যুদ্ধের ফলে রাজ্য নির্বাচন আরও তীব্র হচ্ছে। বিজেপি চাইছে যে রাজ্যভূমি নিজস্বের অবস্থান শক্তিশালী করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে, অন্যদিকে তৃণমূল তাদের শীতল যুদ্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা জোরদার করতে চাইছে। মমতার রাজনৈতিক পদক্ষেপ, যেমন ফেসবুকে পোস্ট করা।

নতুন অর্থবর্ষের আগেই আংশিক বরাদ্দে ছাড়, সামাজিক প্রকল্পে জোর রাজ্য সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ মার্চ : ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার আগেই প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক খাতে আংশিক অর্থ ছাড়ের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। অর্থ দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিভিন্ন খাতে মোট বাজেটের ২০ শতাংশ থেকে ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নতুন অর্থবর্ষের শুরুতেই সরকারি কাজকর্ম ও প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনওরকম বিঘ্ন ঘটবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশেষভাবে নজর কেড়েছে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দের পরিমাণ। ‘লক্ষী ভাণ্ডার’ এবং ‘জয় বাংলা’ পেনশন প্রকল্পের ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দের ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ খরচ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বয় সংখ্যক উপভোক্তা এই প্রকল্পগুলির উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, সরকার এই খাতে

অগ্রাধিকার দিয়েছে বলেই প্রশাসনিক মহলের মত। প্রশাসনিক খরচের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক খরচ মোটের মোট বরাদ্দের ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ ব্যবহারের অনুমতি মিলেছে। অন্যদিকে, সাধারণ প্রশাসনিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫ শতাংশ। পাশাপাশি, স্টাইপেন্ড এবং অনুরূপ বিভিন্ন খাতে ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ খরচ করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, এই আংশিক বরাদ্দ মূলত নতুন অর্থবর্ষের প্রারম্ভিক সময়ে সরকারি ব্যয় নির্ভর রাখতে একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা। এর ফলে উন্নয়নমূলক কাজ, সরকারি পরিষেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, রাজ্য বিধানসভায় ইতিমধ্যেই ব্যয়

মঞ্জুরি বিল পাশ হয়েছে। সেই বিলে আগামী জুলাই মাস পর্যন্ত সরকারি খরচের অনুমোদন রয়েছে। বিলটি রাজ্যপালের সম্মতি পাওয়ার পরই অর্থ দফতর এই বরাদ্দ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ফলে প্রশাসনিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ হয়েছে। অর্থনীতিবিদ ও প্রশাসনিক পর্ষবেক্ষকের মতে, এই পদক্ষেপ সরকারের আর্থিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নতুন অর্থবর্ষের শুরুতে সম্পূর্ণ বাজেট কার্যকর হওয়ার আগে আংশিক বরাদ্দের মাধ্যমে জরুরি খাতে অর্থপ্রবাহ বজায় রাখা হয়, যা সরকারি ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা রক্ষায় সহায়ক। সব মিলিয়ে, নতুন অর্থবর্ষের আগে এই সিদ্ধান্ত পরিষেবা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড ও জনমুখী প্রকল্পগুলিকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

‘মোটা ভাই, জবাব চাই’- শাহ-র চার্জশিটে পাল্টা তৃণমূলের ‘জনতার দরবারে’ আক্রমণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ মার্চ : ভোটের আগে বাংলার রাজনৈতিক ময়দান ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। শনিবার সেই উত্তাপ নতুন মাত্রা পায়, যখন একদিকে অমিত শাহ কলকাতায় বসে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ৩৫ পাতার একটি চার্জশিট প্রকাশ করেন, আর তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা জবাব দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। ‘ভাই, জবাব চাই’ শিরোনামে ১৫ পাতার একটি পাল্টা চার্জশিট প্রকাশ করে শাসক দল, যেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিটি অভিযোগকে খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পাল্টা আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন প্রাচ্য বসু, মহ্মদ মিত্র ও কুন্ডি আজাদ। তৃণমূল ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা সরাসরি আক্রমণ শানান কেন্দ্র এবং বিজেপির বিরুদ্ধে।

এদিন অমিত শাহ তাঁর চার্জশিটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলেন। এর মধ্যে ছিল- দুর্নীতির প্রসার, সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি। জনবিদ্যুৎ বা ডেমোগ্রাফি পরিবর্তনের আশঙ্কা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি। শাহর বক্তব্য, এই সমস্ত বিষয় বাংলার ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক এবং রাজ্য সরকার তা সামাল দিতে ব্যর্থ।

তৃণমূলের পাল্টা- ‘মোটা ভাই, জবাব চাই’ এর জবাবে তৃণমূল কংগ্রেস ‘মোটা ভাই, জবাব চাই’ নামে নিজস্বের চার্জশিট প্রকাশ করে। প্রাচ্য বসু স্পষ্ট ভাষায় জানান, বিজেপির এই চার্জশিট আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তার কথায়, এসআইআর আপনাদের চক্রান্ত। তৃণমূলের কফিনে পেরেক ঠুংগতে চাইছেন, কিন্তু আমরা সেই পেরেক উপড়ে ফেলব। আপনারা যা যা অভিযোগ তুলেছেন, তার সবকিছুর জবাব আমাদের কাছে প্রস্তুত। নারী নিরাপত্তা নিয়ে পাল্টা আক্রমণ- সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই নারী

মহারাষ্ট্রা, রাজস্থান এবং বিশেষভাবে মনিরপুর-এর ঘটনা। তাঁর বক্তব্য, মনিপুর নিয়ে কেন কথা বলেন না? রাব হাথরাসির মতো ঘটনাগুলিতে কী হয়েছিল? ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তদের পাশে দাঁড়ান আপনারাই। সেই জায়গা থেকে নারী নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন করা আপনারদের মানায় না। অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাস ইস্যুতে পাল্টা যুক্তি-অমিত শাহ-এর অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত অভিযোগেরও কড়া জবাব দেয় তৃণমূল। প্রাচ্য বসুর বক্তব্য, বাংলার বিরুদ্ধে শুধু অনুপ্রবেশের অভিযোগ তোলা হয়, কিন্তু দেশের অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী ঘটনাদির তদন্তে স্বচ্ছতা কোথায়? তিনি প্রশ্ন তোলেন, দিল্লি বা দেশের অন্যত্র ঘটে যাওয়া জঙ্গি হামলার তদন্তে ধৃতদের নাম কেন প্রকাশ্যে আনা হয় না। তার কটাক্ষ, ডেমোগ্রাফি বদলাচ্ছে বলে দাবি করছেন। তাহলে কী করতে হবে? বাংলাকে কি গুজরাত বানাতে হবে? এসআইআর প্রসঙ্গে তৃণমূলের অবস্থান-এসআইআর বা বিশেষ তদন্ত প্রসঙ্গেও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। তাদের অভিযোগ, এই ধরনের তদন্ত

চার্জশিটের রাজনৈতিক তাৎপর্য- রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই পাল্টাপাল্টা চার্জশিট আসলে ভোটের আগে জনমত গঠনের বড় চেষ্টা। একদিকে বিজেপি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে জনমনে প্রভাব ফেলতে চাইছে, অন্যদিকে তৃণমূল সেই অভিযোগ খণ্ডন করে কেন্দ্রের ভূমিকা ও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির সমস্যাগুলিকে সামনে আনছে। সামনে কী? ভোটের আগে এই ধরনের রাজনৈতিক সংঘাত আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। চার্জশিট বনাম পাল্টা চার্জশিট-এই লড়াই শেষ পর্যন্ত জনতার আদালতেই মীমাংসা হবে। কোন পক্ষ মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সব মিলিয়ে, বাংলার রাজনৈতিক ময়দান এখন তপ্ত। ল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির এই সরাসরি সংঘর্ষ ভোটের আগে আরও তীব্র হবে বলেই ইঙ্গিত মিলছে। এখন নজর আগামী দিনের প্রচার, ইস্যু এবং জনমতের দিকে-কারণ শেষ কথা বলবে ভোটারদের।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের জেরে, মালদহের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পুলিশ পর্যবেক্ষক বদল করার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ মার্চ : তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের জেরে নির্বাচন কমিশন মালদহ জেলার চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রে পুলিশ পর্যবেক্ষক বদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানিকচক, মোথাবাড়ি, সুজাপুর এবং বৈষ্ণববাগ-এই চারটি কেন্দ্রের জন্য নতুন পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিহার ক্যাডারের আইপিএস আধিকারিক হৃদয় কান্তকে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে এই কেন্দ্রগুলিতে পুলিশ পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন জয়ন্ত কান্ত। তবে তাঁর বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, জয়ন্ত কান্তের স্ত্রী বিহারের একজন বিজেপি নেত্রী, যা নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। এই প্রেক্ষিতেই নির্বাচন কমিশনের

কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আপত্তি জানায় তৃণমূল। অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয় কমিশন। তার ফলস্বরূপ, জয়ন্ত কান্তকে ওই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নতুন পর্যবেক্ষক হিসেবে হৃদয় কান্তকে নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরপেক্ষতা ও প্রশাসনিক বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ভোটের পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, তারা নির্বাচন কমিশনের

এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো। ভোটের দাবি, নিরপেক্ষ ও অবাধ ভোটেগ্রহণ নিশ্চিত করতে এ ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ঘটনায় আবারও সমস্যা করে যে নির্বাচনের প্রমাণ প্রশাসনিক পদে থাকা ব্যক্তিদের নিরপেক্ষতা নিয়ে সামান্য প্রশ্ন উঠলেও তা দ্রুত সমাধান করা জরুরি। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ভোটের সময়ের মধ্যে আস্থা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে। আগামী দিনে এই চারটি কেন্দ্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া কীভাবে এগোয়, তা এখন দেখার বিষয়। তবে আপাতত কমিশনের এই পদক্ষেপ নির্বাচনী পরিবেশকে আরও স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ করার দিকেই এগিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

হরমুজ পেরিয়ে এলপিজি নিয়ে ভারতমুখী জাহাজ-সংকট কাটার আশা

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে চলতে থাকা উত্তেজনার আবহে ভারতের জালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছিল। সেই পরিস্থিতিতে খানিকটা স্বস্তির খবর ইরান-এর অনুমতিতে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে দু'টি এলপিজি-বোঝাই ট্যাঙ্কার। প্রায় ৯০ হাজার টনেরও বেশি তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস নিয়ে এগোচ্ছে এই জাহাজগুলি, যা দেশের জালানি সংকট কিছুটা হলেও লাঘব করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এই দুই জাহাজ-সম্প্রতি হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল। ফলে সমুদ্রপথে তেল ও গ্যাস পরিবহণে বড়সড় ব্যাঘাত ঘটে। সেই প্রেক্ষাপটে এই জাহাজ দু'টির যাত্রা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্রের খবর, যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই বেশ কিছু ভারতীয় জাহাজ হরমুজ সংলগ্ন এলাকায় আটকে পড়েছিল। অবশেষে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসায় এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের

জোরে ভারতীয় জাহাজগুলিকে চলাচলের অনুমতি দিয়েছে ইরান। শুধু এই দুই জাহাজই নয়, ইতিমধ্যেই তেল ও গ্যাস বোঝাই অন্তত চারটি ভারতীয় জাহাজ নিরাপদে হরমুজ পেরিয়ে দেশে পৌঁছেছে। তবে এখনও সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। খবর অনুযায়ী, প্রায় ২০টি ভারতীয় জাহাজ এখনও হরমুজ সংলগ্ন এলাকায় আটকে রয়েছে। যেসব জাহাজ খালি রয়েছে, সেগুলিতে ধাপে ধাপে জলপথ কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল। ফলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেগুলিও ভারতে পঠানো হবে। এই গোটটি প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল-সব জাহাজকে সরাসরি বা 'পথে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। বরং নির্দিষ্ট রুট ধরে কিছুটা ঘুরপাশে চলতে হচ্ছে'। এর কারণ,কম্বুজ চাইছে তাদের 'শেখগুলির জাহাজকে আলাদা করে

শনাক্ত করতে। সেই তালিকায় রয়েছে ইন্ডিয়া-সহ চানা,, রাশিয়া এবং পপাকিস্তান। এই কূটনৈতিক



সম্পর্কের জোরেই ভারতীয় জাহাজগুলিকে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে দেশের অভ্যন্তরে এলপিজি সরবরাহ এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। অনেক জায়গাতেই গ্যাস বুকিংয়ের জন্য ২৫ দিন পর্যন্ত

অপেক্ষা করতে হচ্ছে। বাণিজ্যিক সিলিভারের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা যাচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে-বিশেষ করে শহর ও শহরতলির মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির মধ্যে, যারা রান্নার জন্য সম্পূর্ণভাবে এলপিজির উপর নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে-এই ৯০ হাজার টন এলপিজি কি সংকট কাটানোর জন্য যথেষ্ট?

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অবশ্যই একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং সাময়িক সন্তুষ্টি দিতে পারে। তবে দেশের চাহিদার তুলনায় এই পরিমাণ খুব বেশি নয়। তাই একাধিক জাহাজ নিয়মিতভাবে পৌঁছাতে না পারলে দীর্ঘমেয়াদে সংকট কাটানো কঠিন। তবে আশার কথা, যেহেতু ইতিমধ্যেই কয়েকটি জাহাজ হরমুজ পেরিয়েছে এবং আরও জাহাজ প্রস্তুত রয়েছে, তাই ধীরে ধীরে সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হতে পারে। এর সঙ্গে যদি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও কিছুটা স্থিতিশীল হয়, তাহলে জালানি পরিবহণ আরও সহজ হলে। সব মিলিয়ে, হরমুজ পেরিয়ে এই দুই জাহাজের আগমন ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বস্তির বার্তা বয়ে এনেছে। তবে পুরোপুরি সংকট কাটতে এখনও সময় লাগবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন নজর, কবে ধারাবাহিকভাবে জাহাজ আসা শুরু হবে এবং দেশের ঘরে ঘরে জাহাজ স্বাভাবিক গতিতে গ্যাস পৌঁছেবে। ভারতের জালানি

নিরাপত্তা এবং এলপিজি সরবরাহের পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের বৃহত্তম জালানি খাতের মধ্যে এলপিজি অন্যতম প্রধান উপাদান এবং কোটি কোটি ভারতীয়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ। ভারতে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে রান্নার জন্য এলপিজি ব্যবহৃত হয়, যা দেশের কৃটির শিল্প এবং গৃহস্থালির জীবিকা ও স্বাচ্ছন্দ্যের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, ভারতীয় জালানি খাতের সংকট এবং গ্যাসের সরবরাহ নিয়ে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা কেবল অভ্যন্তরীণ নয়, বরং আন্তর্জাতিক ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরও নির্ভরশীল। এরই মধ্যে, ভারতের জন্য সুখবর এসেছে-৯০,০০০ টন এলপিজি নিয়ে দুটি ভারতীয় জাহাজ হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতে আসছে। কিন্তু, এই দুই জাহাজের আগমন কি দেশের এলপিজি সংকটের স্থায়ী সমাধান হবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রচারে বেরোতেই বিক্ষোভের মুখে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৮ মার্চ : এবার বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ কোচবিহার শহরের ৬ নং ওয়ার্ডে। শনিবার কোচবিহার জেলার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস প্রচারে বের



হন। কোচবিহার শহরের ৬ নং ওয়ার্ডে সংগল্প এলাকায় বিজেপি কর্মী অজিতভবন বাড়িতে বসে কথা বলছিলেন। ঠিক তখনই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কমিশনার সাধারণ মানুষ এসে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। উল্লেখ্য ওই এলাকায় বেশ কিছু নাম এস আই আরে বাদ গেছে। এই সূত্র ধরেই চরম বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সাধারণ মানুষ পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে থাকে। প্রাণীসহ বিজেপির কার্যকর্তারা আটকে পড়েন সেই বিজেপি কর্মীর বাড়ি।তে। ঘটনাশৃঙ্লে পুলিশ সৌঁছানোর পরেও পুলিশের সামনে বিক্ষোভ চলতে থাকে। পর্যাপ্ত পুলিশবাহিনী না থাকায় বিক্ষোভ চলতেই থাকে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল

কংগ্রেসের স্থানীয় কাউন্সিলর মাথা সাহা বলেন - বিজেপির লোক জন এসছে প্রাণী এসছেন আমরা তাদের কাছে জানতে চাই কেন এই এলাকায় চারটি বুথের অনেকের নাম বাদ চলে গেছে তাদের

জবাবদিহি করতে হবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় বাস করছেন তাদের কেন এখন অবস্থা। এই কারণেই সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। যদিও রীতিমত ক্ষোভ উপরে দেন কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস। তিনি বলেন - কোচবিহার আর কোচবিহার নেই মালদা মুর্শিদাবাদ হয়ে গেছে। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেই এই ঘটনা। এর থেকে লজ্জার গণতন্ত্রের জন্য আর কি বলতে পারে। পাশাপাশি তিনি বলেন হারওয়ার পুলিশকে বলেও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। দিল ছড়া দুরত্বেই কোতোয়ালি থানা ভবু কোতোয়ালি থানার কর্তব্যরত অফিসার এসে পৌঁছলেন অনেক

তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী পথসভা হয়ে গেল ময়দায় সাংসদ ও বিদায়ী বিধায়কের উপস্থিতিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৮ মার্চ : বিধানসভার নির্বাচনের সামনে রেখে শনিবার বিকালে জয়নগর বিধানসভার ময়দা পঞ্চায়েতের ১৪৬ নং বুথের উজ্জো। মাদ্রাসার মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাণী বিশ্নাথ দাসের সমর্থনে এক নির্বাচনী পথসভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, জয়নগরের বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রাণী বিশ্নাথ দাস, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, জয়নগর ২ নং ব্লক সংখ্যা লঘু সেলের সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখ, জয়নগর দু নং ব্লকের পঞ্চমতে সমিতির সভাপতি প্রিয়ান্কা মন্ডল, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধক্ষ কর্ণকান্তি হালদার, ময়দা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জ্যোতা হোসেন মোল্লা, ময়দা পঞ্চায়েত প্রধান মানু মন্ডল, উপপ্রধান



জয়নগর ২ নং ব্লক সংখ্যা লঘু সাহাবুদ্দিন শেখ রাজা সরকারীর উন্নয়ন তুলে ধরেন। এদিন সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বলেন, মিম বিজেপির বি টি।। তাই ওদের সাথে থাকবেন না। দিদির উন্নয়নকে দেখে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাণীদের জয়ী করুন। বিদায়ী বিধায়ক তথা প্রাণী বিশ্নাথ দাস তাকে উজাড় করে ভোট দিয়ে জেতার আহ্বান জানানেন।

বামফ্রন্ট দায়িত্বে এলে গরিব পরিবার পিছু ৭,৫০০ টাকা করে পৌঁছে দেবেঃ সুজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পটাশপুর, ২৮ মার্চ : বামফ্রন্ট দায়িত্বে এলে গরিব পরিবার পিছু ৭,৫০০ টাকা করে পৌঁছে দেবে। পটাশপুরের সভা থেকে দাবি বানমেন্তা সুজন চক্রবর্তীরা। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরে বামফ্রন্ট মনোনীত পিপিআই প্রাণী সেকত গিরির সমর্থনে জনসভা হয়। সেই সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি। শুরু থেকেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন বাম নেতা। একাধিক ইস্যুতে তীব্র সমালোচনা করেন। রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন বামফ্রন্ট দায়িত্ব এলে গরিব পরিবার পিছু ৭৫০০ টাকা দিয়ে দেবে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি লক্ষ্মীর ভাভার প্রসঙ্গে আরও বলেন, এই প্রকল্পের টাকা বাডান হচ্ছে শুধুমাত্র ভোটের কথা মাথায় রেখে। ২০২১ সালে ৫০০ টাকা দিয়ে শুরু হয়েছিল। তারপর ধাপে ধাপে তা বাড়ানো হয়েছে। এখন তা দেত হাজার টাকায় পৌঁছেছে। কিন্তু তাঁর প্রকৃত উন্নয়নের ভাবনা নেই বলে দাবি। রয়েছে শুধু ভোটের কৌশল। অস্থায়ী কর্মীদের প্রসঙ্গেও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। তিনি বলেন, ‘ সিডিক ভলেন্টিয়ার-সহ অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করা হবে। পাঁচ-সাত হাজার টাকায় ন্যা। একটা সংসার চালাতে যে টাকা খরচ হয় সেই টাকাই তাদের দেওয়া হবে। এমনকার বিবেচনায় ন্যূনতম ২১ হাজার টাকা দেওয়া হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এই ক্ষেত্রেও নতুন উদ্যোগ নেওয়া হবে। রাজ্যের বাইরে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য রাখেই কাজের ব্যবস্থা করা হবে।’ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও তিনি কড়া ভাষায় সমালোচনা করে বলেন, ‘ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেবা’ শিক্ষার মান উন্নয়নে বামফ্রন্ট বিশেষ গুরুত্ব দেবে বলে জানান। পাশাপাশি যুব সার্থী প্রকল্প নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন, শুধুমাত্র ভোটের আগে এই ধরনের প্রকল্পের প্রচার বাডান হয়।

গোঘাটে ভোটের উত্তাপ তুঙ্গে, শাসকদলকে কটাক্ষ বাম প্রাণী মুক্তারামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২৮ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে গোঘাটে রাজনৈতিক লড়াই ক্রমশই তীব্র আকার নিচ্ছে। শাসক-বিরোধী তরজায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে গোটা এলাকা। এরই মধ্যে শনিবার গোঘাটের বেঙ্গাই অঞ্চলে জোরদার প্রচার চালানেন বামফ্রন্ট সমর্থিত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রাণী মুক্তারাম ধাউড়ে। এদিন সকাল থেকেই কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন গ্রাম ও পাড়ায় প্রচারে নামেন তিনি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তুলে ধরেন বামফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি ও রাজনৈতিক অবস্থানা। প্রচারে উঠে আসে কৃষকদের সমস্যা, বেকারত্ব, শিক্ষার মানের অবনতি ও নারী নিরাপত্তার মতো একাধিক ইস্যু। প্রচারের ফাঁকেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মুক্তারাম ধাউড়ে। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান শাসনে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত এবং উন্নয়নের নামে শুধুই প্রচার চলছে। পাশাপাশি রাজ্যে দুর্নীতি ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, জনসমর্থন হারিয়ে বামফ্রন্ট এখন ডিভিহীন অভিযোগে তুলে রাজনৈতিক জমি ফিরে পেতে চাইছে। সব মিলিয়ে গোঘাটে নির্বাচনী লড়াই আরও তীব্র হচ্ছে। ভোট যত এগিয়ে আসছে, তেতাই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ, যা জেলার সামগ্রিক ভোট সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দেরিতে। এইভাবে আদৌ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব কিনা তা নিয়ে কিন্তু রীতিমতো প্রশ্ন উঠছে। অমি নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাছি যাতে এই ধরনের ঘটনা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি ঘটনার ফলে পৌঁছান অনেক দেরিতে। সৌঁছানোর পরেই বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেন। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী কিন্তু ততক্ষণে প্রাণী বেরিয়ে চলে যান ওই এলাকা থেকে মিছিল করে। পরবর্তীতে প্রাণী এলাকা থেকে বেরোনোর পরেই গন্ডাজল দিয়ে এলাকা পরিষ্কার করেন স্থানীয় মানুষ। যদিও স্থানীয় মানুষের দাবি এই ওয়ার্ডে চারটি বুথ রয়েছে সেই বুথগুলি থেকে বৈধ ভোটদারদের নাম বাদ গেছে আমরা চাই তার জবাবদিহি আমাদের সাথে দেখা করুক এবং এর জবাবদিহি করুন। এই প্রসঙ্গে যদিও বিজেপি প্রার্থী বলেন - এটা বিজেপির কোন ব্যাপার নয় নির্বাচন কমিশন দেখবে। যা পরিস্থিতি তাতে হয়ত বা মালদা মুর্শিদাবাদ হতে চলেছে কোচবিহার শহর। গতকালই কোচবিহারের জেলাশাসক সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেন শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার এবং অশান্তিহীন ভোট করতে বদ্ধপরিকর্তারা এবং এই কারণে ছটি গৃহিতলাইন ও দেন তিনি। আর ঠিখ শনিবার প্রচারে বেরোতেই বিজেপি প্রাণীকে ঘিরে চরম বিক্ষোভ। ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে নির্বাচন কমিশনের এত কড়াকড়ি পরেও শান্তিপূর্ণ হবে তো কোচবিহারের ভোট নাকি আবারও রক্তাক্ত হবে কোচবিহারের মতি ?

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মাধ্যমে ১০০শতাংশ বৈদ্যুতীকরণের পথে অগ্রসর

মালিগাঁও, ২৮ মার্চ : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রেলওয়ে লাইন বৈদ্যুতীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে, যা এই অঞ্চলে স্থায়ী, এনার্জী-এফিচিয়েন্ট এবং আধুনিক রেল পরিচালনার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই বৈদ্যুতীকরণ অভিযান ভারতীয় রেলওয়ের একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ, যার লক্ষ্য হলো-সমগ্র নেটওয়ার্ক জুড়ে কার্বন নিঃসরণ ১০০ শতাংশ হ্রাস করা, পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ট্রেন পরিচালনার সক্ষমতা উন্নত করা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন এলাকা জুড়ে অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ত্রিপুরা এবং অরুণাচল প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে ১৩৪২.১৮ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) এবং ১৮২৮.৪২ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম) পথে সফলভাবে বৈদ্যুতীকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে। এই ব্যাপক অগ্রগতি উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও সংলগ্ন এলাকাগুলোতে রেল সংযোগ ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে এবং একই সাথে নিরবচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন দ্বারা ট্রেন পরিচালনার পথ সুগম করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সকল ডিভিশনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বৈদ্যুতিকরণে তিনসুকিয়া ডিভিশন শীর্ষস্থান অর্জন করেছে তারা ৬৬৩.৫৯ রুট কিলোমিটার এবং ৮৫৫.৪৮ ট্র্যাক কিলোমিটার রেলওয়ে পথ বৈদ্যুতীকরণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, যা বছরে সম্পন্ন হওয়া মোট বৈদ্যুতীকীকরণের প্রায় অর্ধেক। তিনসুকিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতীকীকরণের প্রধান সেকশনগুলির মধ্যে রয়েছে মরিয়নি-সিমা্লুগুড়ি, সিমা্লুগুড়ি-ডিব্রুগড়, দুলিয়াজান- নিউ তিনসুকিয়া এবং উত্তর লখিমপুর-ধামালগাঁও-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ রুট, যা আপার আসাম এলাকায় যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাডিয়া ডিভিশন ৩৪৮.৯২ রুট কিলোমিটার এবং ৫৩৫.৪৩ ট্র্যাক কিলোমিটার -এর অগ্রগতিতে মাধ্যমে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে এর অধীনে রঙাপারা-হারমতি এবং হারমতি-নাহরলগুন-এর মতো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার ফলে অরুণাচল প্রদেশের সাথে সংযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। লামডিং ডিভিশন ১২৪.৭০ রুট কিলোমিটার এবং ১৯৭.৩৮ ট্র্যাক কিলোমিটার রেলওয়ে পথ বৈদ্যুতীকীকরণ করেছে-যার মধ্যে ত্রিপুরার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আগারতলা-সাবরকম সেকশনও অন্তর্ভুক্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা মজবুত করার ক্ষেত্রে এই অংশটি এক মুখ্য ভূমিকা

রিষড়ায় আন্ডারপাসের কাজের জন্য পাওয়ার অফ থাকবে, চলবে না ট্রেন

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৮ মার্চ : রিষড়ায় আন্ডারপাসের কাজের জন্য পাওয়ার অফ থাকবে চলবে না ট্রেন। সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকছে ট্রেন চলাচল। মূলত, শনিবার রাত ১০টা ৪০ মিনিট থেকে রবিবার সকাল সাতটা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ট্রেন চলাচল, জানিয়েছে পূর্ব রেল। হুগলির রিষড়া শহরের পূর্ব থেকে পশ্চিম পাড়ের যাতায়াতের জন্য একটি রেলগেট আছে। স্টেশনের সামনে সেই রেলগেট পেরিয়ে যেতে ভোগান্তির শিকার হয়ে হয় নিত্য যাত্রীদের। একবার গেট পড়লে কাল ঘাম ছুটে যায় রিষড়াবাসীরা। ২০০৯ সালে রিষড়া আন্ডার পাসের কাজের যোগ্য করে তৎকালীন রেল মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বেশ কিছু বছর ধরেই চলছে রিষড়া আন্ডারপাসের এর কাজ চলছিল। তার গতি ছিল খুবই কম রেল সূত্রে খবর। এই বছরই সেই আন্ডারপাস উপহার পাবে রিষড়াবাসী। বর্তমানে সেই কাজ শেষ হয়ে গিয়ে। তাই জোরকদমে কাজের জন্য শনিবার রাত ১০.৪০ থেকে রবিবার সকাল ৭ টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ট্রেন চলাচল। সেই বিস্তৃতি আগেই রেলপথ সূত্র জানিয়ে দেওয়া হয়। যাত্রী সুবিধার্থে প্রতিটি স্টেশনেই চলছে মাইকিং। যে ট্রেনগুলি বাতিল থাকছে তালিকা আগে থেকেই রেলের তরফ থেকে দি়ে দেওয়া হয়। মূলত, হাওড়া-বর্ধমান মেন, হাওড়া-ব্যান্ডেল, হাওড়া-কাটোয়া, হাওড়া তারাকেশ্বর, হাওড়া-আরামবাগ লাইনের অনেকগুলি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। রবিবার সকাল সাতটার পর ট্রেন চললেও তা সংখ্যায় কম থাকায় যাত্রীদের ভোগান্তির সম্ভাবনা।

এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের হয়রানি তুলে ভোটে প্রচারঃ অরুণ রায়

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৮ মার্চ : এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের হয়রানি তুলে ধরে এবার ভোটে প্রচার, জানানেন অরুণ রায়। এদিন সকালে মধ্য হাওড়ার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে হাজারহাত কাঁদা মন্দিরে পূজো দ য়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এবার ভোটের প্রচার শুরু করতে চলেছেন মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাণী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরুণ রায়। শনিবার বিকেলে দলের মধ্য হাওড়ার নির্বাচনী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। অরুণ রায় বলেন, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের যে হয়রানি তাকেই তুলে ধরে প্রচারের মূল ইস্যু করা হবে। অরুণ বাবু বলেন, মধ্য হাওড়ায় এসআইআর এর খসড়া তালিকা সরকারীর উন্নয়ন তুলে প্রায় ৮০ শতাংশ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা তাঁদের পাশে দলগতভাবে থাকব। এসআইআর এর নাম করে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বয়স্ক নাগরিকদের যে হয়রানি করা হয়েছে সেটাকেই এবার প্রচারে তুলে ধরা হবে।

জরাজীর্ণ সরকারি কোয়ার্টারের হাদের চাণ্ড ড খসে মৃত্যু চার মাসের শিশুর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ মার্চ : পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সরকারি কোয়ার্টারের বেহাল অবস্থার জেরে মর্মান্তিক মৃত্যু হল চার মাসের এক শিশু কন্যার। মৃতের নাম প্রিয়দর্শিনী বেরো। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিউকে মীকো নিয়ে তীব্র দোষে প্রকাশ করেছে পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে ঘরের মেঝেতে ঘুমিয়ে ছিল প্রিয়দর্শিনী। সেই সময় আচমকই কোয়ার্টারের হাদের একটি বড় অংশ ভেঙে পড়ে তার মাথার উপর। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধিঘটিত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও পহেই মৃত্যু হয় শিশুটি। মৃত শিশুর মা শিবানী সোনেল কোটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ল্যাব অ্যান্টিস্টিয়াট হিসেবে কর্মরত। বাবা সানু বেসরা কেতুগ্রামের সীতাহাটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিট। পরিবারটি দীর্ঘদিন ধরেই ওই সরকারি আশ্রানে বসবাস করছিল। পরিবারের অভিযোগ, কোয়ার্টারের জীর্ণ অবস্থার কথা একাধিকবার লিখিতভাবে স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাদের দাবি, সময়মতো মেরামতির কাজ হলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। শুধু একটি কোয়ার্টার নয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্যান্য সেকশনগুলি বন্যাস্ত্রও অত্যন্ত খারাপ বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। বহু পুরনো এই কোয়ার্টারগুলিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এদিকে, কাটোয়া মহকুমার অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌভিক আলম জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নলহাটিতে বিজেপি প্রাণী ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নলহাটি, ২৮ মার্চ : নলহাটি বিধানসভায় বিজেপি প্রাণী ঘিরে বিক্ষোভ দেখান দলের একাংশ। যদিও সেই বিক্ষোভ নিয়ে প্রকাশ্যে দলের কোন নেতৃত্ব মুখ খুলতে চান নি। তবে ওবিসি মোণা নেতা গোবিন্দ সাউ বলেন, প্রাণী বদল না করলে নলহাটি বিধান সভার সমস্ত মণ্ডলের কার্যকর্তারা একযোগে পদত্যাগ করবে।। আজকে আমাদের যোগে দল সাপেগত কথা এবং যিনি প্রাক্তন জেলা সভাপতির নামে যাচ্ছে তাই বলেন, তাকে আমরা মানব না। তাছাড়া ইনি তিনবার হেরেছেন। এর উত্তরে প্রাণী অনিল সিং বলেন, বিক্ষোভ কিছু নেই। নাম ঘোষণার পর সবই আমাকে সম্বর্ধনা দিয়েছেন। ২০১৬ সালে বিধান সভা নির্বাচনে মাত্র ১৯ হাজার ভোটে তৃতীয় স্থানে থাকেন তিনি। ২০২১ সালে একই বছরে বিজেপির আনন্দ যাদব দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। টিকিট না পেয়ে দলের জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কথা বলায় শান্তির মুখে পড়েন তিনি।

পালন করে। কাটিহার ডিভিশন ১০৮.৬২ রুট কিলোমিটার এবং ১৩০.৮৩ ট্র্যাক কিলোমিটার বৈদ্যুতীকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে এছাড়াও, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ৯৬.৩৬ রুট কিলোমিটার এবং ১০৯.৩০ ট্র্যাক কিলোমিটার বৈদ্যুতীকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে যা বিহার ও উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই সেকশনগুলোর বৈদ্যুতীকরণ, জীবাস্থা জ্বালানির



ওপর নির্ভরতা হ্রাস, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সংকোচন এবং পরিবেশগত স্থায়ী বৃদ্ধির মাধ্যমে ট্রেনের চলাচলকে আরও দ্রুততর করে তুলবে। এর ফলে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে ট্রেন পরিষেবার ক্ষমতা, সময়ানুবর্তিতা এবং নির্ভরযোগ্যতাও উন্নত হবে। এই সাফল্যের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আজ পর্যন্ত সর্বমোট প্রায় ৪১৭০.১৯ রুট কিলোমিটার (আরকেএম)এবং ৫৬৯০.০৮ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম) বৈদ্যুতীকরণ করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র জোন জুড়ে বৈদ্যুতীকরণের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা ভারতীয় রেলওয়ের ব্রড গেজ নেটওয়ার্কের ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতীকরণ অর্জনের লক্ষ্যে অবদান রাখছে।

দফায় দফায় বিক্ষোভ, প্রাণী-অসন্তোষে জেরবার বঙ্গ বিজেপি, সল্টলেক পার্টি অফিসে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মার্চ : ভোটের আগে প্রাণী তালিকা প্রকাশ ঘিরে ক্রমশ অস্বস্তিতে পড়ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। দফায় দফায় প্রাণী ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দলের অন্দরেই অসন্তোষ বাড়ছে। একাধিক কেন্দ্রে প্রাণী পছন্দ না হওয়ায় রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কর্মী-সমর্থকদের একাংশ, যা নির্বাচনের মুখে দলের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। শনিবার এই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় সল্টলেক দলের রাজ্য দফতরের সামনে। কেন্দ্রীয় নেতা অমিত শাহ শহর ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ-একাধিক জায়গায় একই চিত্র ধরা পড়ছে। কোচবিহার, উয়ননরায়ণপুর, বলাগড় থেকে বেলেঘাটা- বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাণী ঘোষণাকে ঘিরে বিক্ষোভে शामिल হয়েছেন কর্মী-সমর্থকরা। কোথাও দলীয় পতাকা নিয়ে মিছিল, কোথাও আবার পথ অবরোধ বা আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ- সব মিলিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে দলের অন্দরেই। দলীয় সূত্রে

শওকাতের গড়ে প্রচার শুরু আরাবুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং, ২৮ মার্চ : ক্যানিং পূর্বের বিদায়ী বিধায়ক তথা এলাকার একছত্র তৃণমূল নেতা ও ভাণ্ড ড বিধানসভার তৃণমূল প্রাণী শওকাত মোল্লার গড় বলে পরিচিত ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার সারেক্সাবাদ এলাকায় ভোটের প্রচার শুরু করলেন এই কেন্দ্রের আইএসএফ প্রাণী আরাবুল ইসলাম। শনিবার বিকেলে মিলন বাজার এলাকা থেকে ভোটের প্রচার শুরু করেন আরাবুল। প্রচার শেষ হয় কালীতলা এলাকায়। এই প্রচারকে কেন্দ্র করে এলাকার টানটান উত্তেজনা থাকলেও পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় শান্তিপূর্ণ ভাবেই প্রচার শেষ হয়েছে। আই এস এফ প্রাণী হিসেবে আরাবুলের নাম ঘোষণার পর থেকেই পর থেকেই নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগে নেমে পড়েছেন ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের এই প্রাণী। গত কয়েকদিন ধরে এই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভাণ্ড ১ ব্লক এলাকায় প্রচার করেন আরাবুল। শনিবারই প্রথম তিনি ক্যানিং ২ ব্লক এলাকায় প্রচারে আসেন। এদিন তিনি যাতে আরাবুল এলাকায় প্রচার না করতে পারেন, এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদেরকে শওকাত অনুগামীরা হুমকি দিয়ে যায় বলেও অভিযোগ আরাবুলের। কিন্তু সেসব উপেক্ষা করেই এদিন যথা সময়ে নিজের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি। আরাবুলের দাবি, এলাকার মানুষকে হুমকি দিয়েছে মাইকিং করে। মানুষ যাতে আরাবুলের প্রচারের সময় ঘরের ভিতরে থাকেন সেই হুশিয়ারি দিয়েছেন সওকাত মোল্লার লোকজন বলে দাবি আরাবুলের। এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে সন্তান, ভয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেই ভয় উপেক্ষা করেও মানুষজন রাস্তায় বেরিয়েছেন। আরাবুলের দাবি সওকাত ভয় পেয়েছে। তাই এলাকার সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো হয়েছে। সওকাত এলাকায় বোমা বন্দুকের রাজনীতি করছে। এসব করে কোনও লাভ হবে না বলেও দাবি করেছে আরাবুল। এসব করে মানুষের মন পাওয়া যায় না বলে শওকাতকে বার্তা দেন আরাবুল। ক্যানিং পূর্বের মানুষ আরাবুলকে আশীর্বাদ করবেন বলে তিনি আশাবাদী। চেষ্টা করবে এ দিন অশান্তি করতে পারেনি শওকাতের তারিফের দাবি আরাবুলের। আগামী দিনে আরও এই বিধানসভার বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করবেন বলে বার্তা দেন আরাবুল।

রবিবার, ২৯ মার্চ, ২০২৬। ৩

প্রাণী তালিকায় দীপাঞ্জন গুহর নাম ঘোষণার পর থেকেই সেখানে ক্ষোভ জন্মতে শুরু করে। ২০২১ সালের নির্বাচনে তিনি এই কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু পরাজিত হন ইন্দ্রনীল সেন-এর কাছে। ফলে একই প্রাণীকে ফের টিকিট দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হন দলের একাংশ। তাদের অভিযোগ, স্থানীয় সংগঠনের মতামত উপেক্ষা করে প্রাণী নির্বাচন করা হয়েছে। এই ক্ষোভ শুধু চন্দননগরেই সীমাবদ্ধ নয়। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ-একাধিক জায়গায় একই চিত্র ধরা পড়ছে। কোচবিহার, উয়ননরায়ণপুর, বলাগড় থেকে বেলেঘাটা- বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাণী ঘোষণাকে ঘিরে বিক্ষোভে शामिल হয়েছেন কর্মী-সমর্থকরা। কোথাও দলীয় পতাকা নিয়ে মিছিল, কোথাও আবার পথ অবরোধ বা আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ- সব মিলিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে দলের অন্দরেই। দলীয় সূত্রে

চারটি রেক মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৬৮ হাজার বস্তা আলু পাঠানো হচ্ছে বাইরের রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৮ মার্চ : সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল প্যাটাটো প্রোয়াস প্রোডেসিভ অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে তারকেশ্বরে থেকে বিপুল পরিমাণ আলু পাঠানো হচ্ছে অসম ও ত্রিপুরায়। বিধানসভা ভোটের মুখে অবশেষে ভিন্নরাজ্যে আলু পাঠানোর ছাড়পত্র মিলল। ইতিমধ্যেই তিনটিটি আলু বোঝাই রেক ছেড়ে গেছে তারকেশ্বর থেকে। শনিবার আরও একটি রেক রওনা দেওয়ার কথা। চারটি রেক মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৬৮ হাজার বস্তা আলু পাঠানো হচ্ছে বাইরের রাজ্যে। ওয়েস্ট বেঙ্গল প্যাটাটো প্রোয়াস প্রোপ্রোডিসিভ অর্গানাইজেশনের রাজ্য সভাপতি স্বপন সামন্ত জানিয়েছেন, বাইরের রাজ্যে আলু পাঠানোর জন্য রেলের কাছ থেকে আপাতত মোট চারটি রেক পাওয়া গিয়েছে। প্রতিটি রেকে ৪২টি করে বগি আছে। প্রতিটি বগিতে ১০০০ বস্তা আলু ধরবে। অর্থা, একেকটি রেকে সব মিলিয়ে প্রায় ৪২ হাজার বস্তা আলু ধরবে। বাইরে যে আলু পাঠানো হচ্ছে, সেটা মূলত আগামবাগ, তারকেশ্বর, পুরশুণা, খানাকুল, হরিপাল প্রভৃতি জায়গার চাষিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। চাষিরা আলুর দাম পাচ্ছেন বর্তিপিছু (৫০ কেজি) ২৮০ টাকা। যদিও এখন বস্তাপিছু ১২০ টাকায় আলু কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। স্বপনের কথায়, ‘চাষিরা আলুর যে দাম পাচ্ছেন, সেটা হয়তো যথেষ্ট নয়। যদিও চাষিরাই বলছেন, জমিতে পড়ে থেকে নষ্ট হওয়ার থেকে এই টাকাটাও এখন যথেষ্ট। তবে আমরা চেষ্টা করছি, যাতে আরও রেক পাঠানো যায়।’ রাজ্য কৃষি বিপণন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এ বার রেকও ফলন হওয়ায় চাষিরা আলু সচিৎ দাম পাচ্ছেন না। সেই কারণে কম দামে মাঠ থেকে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে। হুগলিতে যা হিমধর রয়েছে, তার সিংহভাগই ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থার বাইরের রাজ্যে আলু না পাঠালে চাষিরা সমস্যা় পড়বেন। তাদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই ভিন্নরাজ্যে আলু পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ধাপে ধাপে বিভিন্ন রাজ্যে আলু পাঠানো হবে। বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, ‘আসলে আলুচাষিদের ক্ষোভের আঁচ পেয়েই তৃণমূল নেতারা এ সব করছেন। আলুচাষিদের ললিপপ দেখানো হচ্ছে।’

৪ এপ্রিল মানিকচকে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা, এনায়েতপুর মাঠ পরিদর্শনে পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ মার্চ : আগামী ৪ এপ্রিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদার মানিকচক বিধানসভা এলাকায় একটি নির্বাচনী জনসভা করবেন। সেই সভাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মানিকচকের এনায়েতপুর ফুটবল মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। শনিবার সভাস্থল পরিদর্শনে আসেন মালদা জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। মাঠে হেলিপ্যাড তৈরি থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দেহা ও বাহির সভায়, ভিড নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হয়। সভার আড়াতে নিয়ন্ত্রণের গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য পার্শ্ববর্তী স্কুলের মাঠ ও ফাঁকা জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। সূত্র মারফত জানা গেছে, ২ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত তৃণমূল সূত্রিমে তথা মুখ্যমন্ত্রী মালদা জেলায় অবস্থান করবেন। এই সময় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক জনসভা ও মিছিল করার কর্মসূচি রয়েছে তাঁরা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানান, মানিকচকের এনায়েতপুর ফুটবল মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা হবে। মাঠ পরিদর্শন করে প্রাথমিকভাবে সবকিছু চিক্কাৎ রয়েছে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি বিভিন্ন নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোগত বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১১৭ সংখ্যা, রবিবার, ১৪ চৈত্র, ১৪৩২

ভারতীয় রেলের সূচনা

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক গতির ঝড়ে কার্যত চমকে গিয়েছিলেন,হুগলি স্টেশনে নেমে অনেকের কাছে জানতে চাইছিলেন তিনি সতিই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছেছেন কিনা! পাঁজি-পুঁথি বিচার করে ট্রেনে উঠেছিলেন আরেক ভদ্রলোক তবে আগুনে গাড়িতে আয়ু কমে যাবে, এই ভয়ে আর ট্রেনেই ফিরলেন না। দিনটি ছিল ১৮৫৪ সাল ১৫আগস্ট; ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ঠিক ৯৪ বছর আগে,বাংলায় আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথমবার রেল চলাচল শুরু হয়। ইস্ট-ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির ডিরেক্টররা সিদ্ধান্ত নিলেন রেল চালানো হবে। জীনে মনে প্রথমবার ট্রেন চড়ার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে রেল কোম্পানির কাছে আবেদন করেছিলেন তিন হাজার মানুষ। মাত্র কয়েকশ’ মানুষের ললাটে শিকে ছিড়েছিল। রেল লাইনের পাশে মানুষ অবাক হয়ে দেখলেন লোহার ইঞ্জিন তীব্র গতিতে কামরাঙলো কে টানছে,আর ভক-ভক করে ধোঁয়া ও আঙনের ফুলকি ছাড়ছে। আশ্চর্য এই দৃশ্য দেখতে রেল লাইন বরাবর হাজার-হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। গাড়ি কোনও জায়গায় হেলেনি বা দোলেনি বা বাঁকুনি দেয়নি,সমান ভাবে চলেছে। ইঞ্জিনের প্রধান সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিস্টার হজসন বললেন, আরও কিছু দিন চলার পর গতি আরও ভালো হবে। আসলে সেদিনও আরেক দফা ট্রায়াল রান চালিয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি,শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে বাংলায় আনুষ্ঠানিক ভাবে রেল চালানো। ১১আগস্ট,১৮৫৪; এর সকাল। আর কিছুক্ষনের মধ্যে বাংলায় যাতয়াত ব্যবস্থার একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবার আগে শেষ দফায় রেলগাড়ি নিয়ে পরীক্ষমূলক দৌড় শুরু করবেন ইঞ্জিনের প্রধান সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিস্টার হজসন সাহেব। ট্রেন ছুটবে হাওড়া স্টেশন থেকে হুগলি। হজসন সাহেবের সঙ্গী হয়েছেন একদল ইংরেজ সাংবাদিক। ১৪আগস্ট ১৮৫৪; ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির হাওড়া ও হুগলির মধ্যে ১১ আগস্টের ট্রায়াল রানের খবর প্রকাশিত হয়েছিল ‘বেঙ্গল হরকরা’ও ‘ইন্ডিয়া গেজেট’ পত্রিকায়। কেমন ছিল সেদিনের সংবাদপত্রগুলির খবর? গাড়ি থেকে সংবাদদাতারা দেখলেন ,লাইনের দুধারে এদেশী লোকেরা দাঁড়িয়ে নতুন অগ্নিথকে সেলাম করছেনক্ষসংবাদদাতারা অনুধাবন করলেন অচিরেই রেল ভারতে অন্য পরিবহনের মাধ্যমকে হটিয়ে দেবে,বড় কারণ গতি,সঙ্গে সস্তাঙ্ক পুনশ্চ- হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে একটা পুল হওয়া একান্তই দরকার। রেল ধরতে হলে খুব বেশি কষ্ট ও অসুবিধে ভোগ করতে হবে। বর্ষাকালে দুর্দশা চরম সীমায় পৌঁছবে। ১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট প্রথম ট্রেন সকাল ৮টা ৩০মিনিটে হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে, ১০ বেজে ১মিনিটে হুগলি পৌঁছে যায়। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ৩ টাকা। বেশে দামী। দ্বিতীয় শ্রেণীর ১টাকা ২আনা। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া অবশ্য বেশ কম। রেল সতিই যে দেশের লাইফ লাইন হতে চলেছে বোঝা গিয়েছিল ওই সময়েই। চাকা গড়ানোর গুরুর দিন থেকে ক্রমে রেল হয়ে উঠল দেশের লাইফ লাইন indianrailways. ভারতীয় রেলের সূচনা করতে সেই সময়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের দান উল্লেখযোগ্য

বিপ্লবী নির্মলজীবন

অমর বিপ্লবী নির্মলজীবন ঘোষ ; ফাঁসির দড়িতে চুষন করা এক মহান বিপ্লবী। দেশের জন্য যিনি ফাঁসির দড়িকে ভালোবেসে হাসিমুখে আলিঙ্গন করেছিলেন, যিনি মৃত্যুর মুহূর্তেও উচ্চারণ করেছিলেন; বন্দে মাতরম্‌! তিনি ছিলেন এক মহান বীর, এর অমর সন্তান, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া এক বাংলা রাী। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় সাহস, আত্মত্যাগ আর দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নির্মলজীবন ঘোষ। নির্মলজীবন ঘোষ ছিলেন স্বাধীতা সংগ্রামের এক অমর বিপ্লবী। মৃত্যুকে তিনি দেখেছিলেন দেশের মুক্তির সাধন হিসেবে। তাঁর এক ভাই নবজীবন ঘোষও ছিলেন দেশপ্রেমিক বিপ্লবী, যিনি ব্রিটিশ পুলিশের নির্মম অত্যাচারে জেলেই প্রাণ হারান। আর এক ভাইও ছিলেন মহান বিপ্লবী। এক বলাক, তাঁদের পরিবারই ছিল দেশমাতৃকার সেবার উৎসর্গকৃত এক পরিবার। যেমন মহারাষ্ট্রের তিন ভাই ‘চাঁপের ভাতা’ স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান দিয়েছিলেন, তেমনই বাংলার এই ঘোষ পরিবারও ইতিহাসে নিজদের স্থান করে নিয়েছিলেন অনান্য সাহসের প্রতীক হিসেবে। হুগলির ধামসিন থামে ১৯১৬ সালের ৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন নির্মলজীবন ঘোষ। পিতা যামিনীজীবন ঘোষ। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও দেশপ্রেমিক। মেদিনীপুর কলেজে আই.এ. শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাঁর মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি যোগ দেন গোপন বিপ্লবী সংগঠন ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’-এ। এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের শোষণনীতি রুখে দাঁড়ানো এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা। সেই সময় মেদিনীপুর জেলার ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেব ছিলেন বিপ্লবীদের জন্য এক ভয়ঙ্কর বাধা। তাঁর অত্যাচার, অপমান, ও বিন্দ্রপে তিলে তিলে জ্বাছিল তরুণ বিপ্লবীদের হৃদয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় ; এই নদবীর প্রশান্তকণ্ঠে অবসান ঘটাতেই হবে। ১৯৩৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর, মেদিনীপুর কলেজ মাঠে ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন সময়ে বিপ্লবীরা পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করেন বার্জ সাহেবকে। বিপ্লবী অনাথবন্ধু পাঁজা ও মুগেন্দ্রনাথ দত্ত খেলার ছলে মাঠে প্রবেশ করেন এবং কাছ থেকে গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই বার্জ মারা যান, আহত হন জেলস নামে এক ইংরেজ। দুই বীর বিপ্লবী তৎক্ষণাৎ পুলিশের গুলিতে মারা যান, অন্যরা সাফল্যের সঙ্গে পালিয়ে যান। এরপর শুরু হয় ব্যাপক অভিযান। একে একে ধরা পড়েন নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নন্দদুলাল সিং, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন এবং সনাতন রায়। দীর্ঘ বিচার শেষে তিনজন বিপ্লবীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী এবং রামকৃষ্ণ রায়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, বেশি জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার

বিবেকানন্দ দর্শন



স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি আধার। তবে অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময় জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অধর্মকে তাগ কর মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তাবৈ মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব

রামায়ণের প্রতি কাণ্ডই কাহিনীর সঙ্গে পারস্পারিক সম্পর্ক বজায় রেখেই এক সেতু নির্মাণিত হয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

সাধারণভাবে বাঙ্গালীক রামায়ণের শেষ অধ্যায় বা কাণ্ডের নাম হল ‘উত্তরকাণ্ড’। আর অতীত থেকেই মূল রামায়ণ বা আদি রামায়ণের এই অধ্যায়ের সাথে ‘কিন্তু’ শব্দটি বহুলাংশে জড়িত হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ;বাঙ্গালীক রামায়ণের এই বিশেষ অধ্যাটি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের কোন শেষ নেই। আসলে রামায়ণের আগের



অধ্যাটি অনেকটাই ‘শেষ হইয়াও হইল না শেষ’ ধরণের ব্যাপার বলেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেরূহে রামায়ণে এর আগের ‘যুদ্ধকাণ্ড’ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, রাবণ বধের পরে নিদারুণ সন্দেহ ও সংশয়ের ভিতর দিয়ে অগ্নিপরীক্ষা করিয়ে রাম সীতাকে গ্রহণ করেছিলেন, তার পরে রাম-সীতা পুষ্পক বিমানে করে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন, সেখানে রামের রাজ্যভািষেক সম্পন্ন হয়েছিল, আর একইসঙ্গে মূল রামায়ণের কবি মঙ্গলশ্রু বাজিয়ে নিজের গ্রন্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন;সেহেতু অনেকেই মনে করে থাকেন যে, মূল রামায়ণ আসলে এখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এক কথায়;ছ’কাণ্ড দিয়েই মহর্ষি বাঙ্গালীক তাঁর রামায়ণ সম্পূর্ণ করেছিলেন। আর এই অসম্ভিষ্ট সপ্তমকাণ্ড, অর্থাৎ; উত্তরকাণ্ডটি আদৌ তাঁর রচনা নয়; বরং এটা পরবর্তীকালে রামায়ণ সংযোজিত করা হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ এখানে এছেন মতের পক্ষে পণ্ডিতমহল থেকে যেসব যুক্তি দেখানো হয়, সেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি নিম্নরূপ; প্রথমতঃ, মহর্ষি নারদ রামের যে জীবনকথা শুনিয়েছিলেন, বাঙ্গালীক পরবর্তীসময়ে সেই কাহিনীকেই নিজের কাব্যে একটা সুনির্ণিষ্ট রূপ দিয়েছিলেন;‘স যথা কথিতঃ পূর্ব্ণ নারসে মহায্থান’ (আদিকাণ্ড, ৩৯)। কিন্তু নারদের বর্ণনায় যেহেতু উত্তরকাণ্ডের কাহিনীর

উত্তরকাণ্ডের কোনো কথাই পাওয়া

যায় না, সেহেতু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, উত্তরকাণ্ড আদি রামায়ণের অংশ নয়। এছাড়া বাঙ্গালীক রামায়ণের গোড়ীয় পাঠে (আদিকাণ্ড, ৩১১) এবং পশ্চিমী পাঠেও (আদিকাণ্ড, ৪১১) বলা হয়েছে যে;‘শ্রুত্বা পূর্ব্ণ কাব্যবীজং দেবেন্দ্রনারদাদৃষিঃ’ অর্থাৎ;নারদের কাছে শ্রুত এই কাব্যবীজই হল আদি রামায়ণের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা মহাভারতের রামোপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছিল; এবং বাঙ্গালীক রচনা করবার আগে থেকেই এদেশের লোকমুখে এই কাহিনী বহুলভাবে প্রচলিত ছিল; সুতরাং, নিশ্চিত ভাবেই পরবর্তীসময়ে এই প্রচলিত ‘কাব্যবীজং’ থেকেই বাঙ্গালীক নিজের রামায়ণকাব্যটি রচনা করেছিলেন। অন্যদিকে বাঙ্গালীক নিজেও প্রথমে এই কাহিনী নারদের কাছ থেকে শুনেছিলেন বলেও একথাই প্রমাণিত হয় যে, এর আগে থেকেই এই রামগাথা লোকমুখে প্রচলিত ছিল।

তৃতীয়তঃ, বাঙ্গালীক নিজেও তাঁর রামায়ণে বলেছিলেন যে, তিনি সমগ্র রামায়ণ ছ’কাণ্ডে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এরসঙ্গে অধিকন্তু হিসেবে রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের কথা;‘ষকাণ্ডাণি ততোধ্বরাং’ (আদিকাণ্ড, ৪১২) উল্লেখ করা হয়েছে বলে, এই উত্তরকাণ্ডকে সমগ্র রামায়ণের কাব্যশ্রীরের সঙ্গে সংযুক্ত না করে একে স্বতন্ত্রই বলা যেতে পারে।

চতুর্থতঃ, ভাষাবিদদের মতে,

আলিপুর জেলে প্রথম ফাঁসির আসামি কানাইলাল দত্ত

রবীন্দ্রকুমার শীল

আলিপুর জেলে নরেন গোসাঁইকে হত্যা করার অপরোধে প্রথম ফাঁসি বিপ্লবী বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের। ১০ নভেম্বর ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তারপরে একই অপরাধে বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু’র ফাঁসি হয় এই আলিপুর জেলের মধ্যে। কানাইলাল দত্তের মরদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিলেও পরে সত্যেন বসুর মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। কারণ কানাইলাল দত্তের মরদেহ নিয়ে যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা শোক মিছিল

বের করেছিল তাতে ব্রিটিশ পুলিশ হিরসিম খেয়ে যায়। তাদের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে কানাইলাল দত্তের মতো মরদেহ নিয়ে যেভাবে বাংলার মানুষেরা বিশাল শোক মিছিল করলো সেই একই রকম ভাবে শোক মিছিল বের হবে সত্যেন বসুর মরদেহ নিয়ে। সেই কারণে সত্যেন বসুর মরদেহ তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। সত্যেন বোসের মরদেহ পরলৌকিক কাজকর্ম করা হয়েছিল জেলের ভিতরে। সত্যেন্দ্রনাথ বোসের ফাঁসির ঝুমু হয়েছিল ২২ নভেম্বর ১৯০৮ সালে। কানাইলাল দত্তের ফাঁসির প্রায় দশদিন পরে।

আলিপুর জেলের মধ্যে উভয়ের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নরেন গোসাঁই। তিনি চন্দননগর বিপ্লবী গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। যদিও তিনি যুগান্তর বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতার মুরারিপুকুরে তাঁর যাতায়াত ছিল। তিনি চন্দননগরের ফরাসি মেয়র তাদিঁদলকে হত্যার ষড়যন্ত্রে

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ভাষা বিন্যাস ও গঠনরীতি কিছুটা স্বতন্ত্র ও অবিন্যস্ত। বস্তুতঃ, বাঙ্গালীকির রচনায় সাধারণভাবে যে সরলতা ও ধ্বনিমধুর লক্ষ্য করা যায়, রামায়ণের এই বিশেষ অধ্যায়ে সেটা যেন কিছুটা বিদগ্ধিত হয়েছে বলেই দেখা যায়। পঞ্চমতঃ, বাঙ্গালীক তাঁর রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডের পরেই নিজের গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন, এবং প্রাচীনকালে গ্রন্থগুলির শেষেই সাধারণতঃ গ্রন্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করা হত বলে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং, এ থেকে এটাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যুদ্ধকাণ্ডের পরেই মূল রামায়ণ সমাপ্ত হয়েছিল, আর এর উত্তরকাণ্ড আসলে পরবর্তীকালের বাড়তি সংযোজন। ষষ্ঠতঃ, রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রধান উপজীব্য সীতাত্যাগের কাহিনী হলেও প্রাচীন পুরাণ গুলিতে ধরণের কোন কাহিনীর সন্ধান কিন্তু পাওয়া যায় না। যেমন;হরিবংশ (১৪১১), বায়ু পুরাণ (৮৮তম অধ্যায়), বিষ্ণু পুরাণ (৪৪৪), নৃসিংহপুরাণ (৪৩-৫২তম অধ্যায়) প্রভৃতিতে রামের জীবনকথা থাকলেও এগুলিতে সীতাত্যাগের কোন কথা নেই। অতএব উত্তরকাণ্ড কোনভাবেই মূল রামায়ণের অংশ হতে পারে না।

সপ্তমতঃ, রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রামকে অভ্যন্ত নিষ্ঠুর রূপে চিত্রিত করা হয়েছে বলেই অনেকে মনে করে থাকেন। কারণ, রামায়ণের এই অংশে দেখা যায় যে, তৎ কালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের নীতি ও সমাজে রামায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি পাদন করবার জন্য তিনি অস্বকোচে একের পর এক নিষ্ঠুর কাজ, যেমন;সীতাত্যাগ, লম্বুগ্ন বর্জন, শব্দুক হত্যা ইত্যাদি করে গিয়েছিলেন। আর রামায়ণের আগের অংশের রামের সাথে সপ্তমকাণ্ডের রামের এই পার্থক্য অতীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখেও বিষম ঠেকেছিল বলেই লক্ষ্য করা যায়। তাই রামায়ণের এই বিশেষ অংশটি নিয়ে তিনি জানান; কিন্তু উত্তরকাণ্ড এল বিশেষ্য কালের বুলি নিয়ে; কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাে মারে যেমনকি রামেরই প্রকৃতি দিল মেরে। সামাজিক প্রয়োজনের গুরুতর তাগিদ এসে পড়ল, অর্থাৎ তখনকার দিনের প্রবলেন। সামাজিক সমসয়ার এই সমাধান চরিত্রের যাড়ে ভূতর মতো চেপে বসল। তখনকার সাধারণ শ্রোতা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব একটা উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাব্বা দিয়েছে। এই বাহবার জোরে ওই জোড়াভাড়া খণ্ডটা এখনও মূল রামায়ণেব সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে। এখানে বলাই বাহ্যল্য যে,

বাংলার ভোট-পর্বকে সংবাদে পরিণত করতে বঙ্গ সফর

অশোক মজুমদার

চলতে থাকুন ভোটরঙ্গে। মোটামুটি মাসখানেকের রসদ নিয়ে হাওড়া কামাখ্যা বন্দেভারত স্লিপার এক্সপ্রেসে চড়ে যাত্রা শুরু করলাম ছাব্বিশের নির্বাচনী অভিযান। গন্তব্য নিউ কোচবিহার। প্রায় মাঝরাতে নামবো বলে বাড়িতে বলাই ছিল ফোন করে এগাট করে দেওয়ার কথা। এবং তারা তাদের কর্তব্য সমাধা করার আগেই আমি উঠে বেড়াি। সন্ধ্যা বলতে আমার অর্ধেক উচ্চতার চাউস টুলি ও আর একটি হ্যান্ড লাগেজ। ঘড়ি, চশমা, মোবাইল, মানিপার্স সব মিলিয়ে দেখে বসে আছি কখন স্টেশন আসবে? ট্রেনটা ধীরে ধীরে স্লো হয়ে থেমে গেল। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মানে কাঁচের ভিতরে দিয়েই দেখার চেষ্টা করলাম কোথায় এটা দাঁড়ালো। কিছু দেখতে না পেয়ে গেটের কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি গোটা চতুরে একটা লোক নেই। কি স্টেশন রে বাবা এটা! কেউ ওঠেও না। নামেও না। হঠাৎ দেখি দূর থেকে দুটো মহিলা দৌড়ে দৌড়ে আসছে। ওদের টিচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নিউ কোচবিহার স্টেশন? ওরা হ্যাঁ বলতেই আমি তাড়াতাড়ি টুলি আর লাগেজটা এনে নামতে যাবো....ও বাবা, চোখের সামনে দরজটা বন্ধ হয়ে গেল! হতভম্ব নাড়িয়ে রইলাম। ঘূটঘুটে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ট্রেন আলিপুরদুয়ারের দিকে এগিয়ে চলল। না, চিন্তাচিন্তা হয়নি। কারণ কোচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ারের দূরত্ব বেশি নয়। যাহোক করে ব্যাক করে যাবো। কিন্তু নিউ কোচবিহার স্টেশনে একটা অস্ত্র ট্রেন থেকে লোকজন নামবে না সেটা আমি বুঝতে পারিনি। ফাঁকা স্টেশনে একটা লোক না দেখে আমার মনেই হয়েছিল অন্য কোনো স্টেশনে এগনিই ট্রেনটা থেমে গেছে। যাইহোক এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই আলি পুরদুয়ার স্টেশন হাজির। পাশেই একজন এসে দাঁড়িয়েছে। সেও নামবে। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোচবিহার মিস করেছেন না? অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি দাঁড়িয়ে আছেন। উত্তরে বললাম, হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আলিপুরদুয়ারে নেমেও দেখি যাত্রী ওই গোটা অস্টেকে। ওদের পিছু পিছু বাইরে এলাম কোচবিহার ফেরার জন্য গাড়ি কিংবা অটো কিছু একটা করে নেব। বাইরে প্রচুর গাড়ি, অটো, টোটো হাঁকাহাকি করছে। কিন্তু যাকেই জিজ্ঞেস করছি কেউ বলে দেড় হাজার কেউ দু’হাজার! ইশ সফরের শুরুতেই হাজার টাকা গচ্চা দেবো....মনটা একটু কড়কড় করছে। নাহ দেখি কোনো ট্রেন আছে কি? মন বলছে ভোরবেলার এই সময় একটা না একটা ট্রেন নিশ্চিত আছে। এই ভেবে কাউটারে গিয়ে উকি ঝুকি দিয়ে দেখি একটাও লোক নেই। কিন্তু গরু, ছাগল, কুকুরের বোধয় চোন্দো গুন্টি সমেত উপস্থিত রয়েছে। তাদের কেউ ঘুমাচ্ছে, কেউ জাবর কাটছে। এমনকি কাউটারের সামনে যত সবার জায়গা আছে সেগুলো সবটাই আলিপুরদুয়ার এক্সম।

ভারতে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন গ্যাস্ট্রো সমস্যায় ভোগেন

বুদ্ধদেব মিশ্র

মনিপাল হাসপাতাল সল্ট লেক ক্লাস্টারের ‘ডাইজেস্টিভ ওয়েলনেস রিডিং ফিড’ সেশন বারোজন; কলকাতায় প্রকাশিত হল সমৃদ্ধ গ্রন্থ। শহর কলকাতা-তে মনিপাল হাসপাতাল সল্ট লেক ক্লাস্টারের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল



‘ডাইজেস্টিভ ওয়েলনেস রিডিংফিড’ শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য বিষয়ক সেশন। এই উপলক্ষে পানচনতন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়, যা মনিপাল হাসপাতালের ডিকিৎসক দল যৌথভাবে প্রস্তুত করেছেন। এই গ্রন্থটি পানচনতন্ত্র সংক্রান্ত ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলির উপর আলোকিত করা হয়েছে। বিশেষতঃ চিকিৎসক হিসেবে পানচনতন্ত্রের রোগের প্রাথমিক পর্যায়ের শনাক্তকরণ, সমস্যাটো চিকিৎসা গ্রহণ, স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, যাদের মধ্যে রয়েছেন ডা. সুজিত চৌধুরী (হেড, মেডিক্যাল গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি), ডা. সুজিত ঘোষ, ডা. সুভাষ মিশ্র, ডা. দেবদাস রায়, ডা.

বসে থাকা, মানসিক চাপ এবং প্রসেসড খাবারের ব্যবহার। এ সবই এর প্রধান কারণ। অ্যাসিডিটি, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (জঙ্ঘ), ফ্যাটি লিভার, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সংক্রমণ এবং কোলোরেক্টাল সমস্যার মতো রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেমিনারে রোগের প্রাথমিক পর্যায়ের শনাক্তকরণ, সমস্যাটো চিকিৎসা গ্রহণ, স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, যাদের মধ্যে রয়েছেন ডা. সুজিত চৌধুরী (হেড, মেডিক্যাল গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি), ডা. সুজিত ঘোষ, ডা. সুভাষ মিশ্র, ডা. দেবদাস রায়, ডা.

পাঁচ প্রতিজ্ঞা, উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড, শা’য়ের চার্জসিটের জবাব অভিষেকের

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ২৮ মার্চ : ধর্ম ভিত্তিক হিন্দু - মুসলিম রাজনীতি চকোরে ভোটের ইস্যু হতে পারে না। উন্নয়ন ই একমাত্র ইস্যু।



যার সঙ্গে মানুষের জীবন জীবিকা যুক্ত। শনিবার লাভপুরে উন্নয়নের চিত্রায়ন তুলে ধরে সেটাই বোঝাতে চাইলেন অভিষেক। যেখানে দেশের স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ আজ তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ৩৫ পাতার ‘চার্জশিট’ প্রকাশ করলেন তখন রাজ্যের মধ্যে একটি জেলা ও একটি বিধান সভার রিপোর্ট কার্ড তুলে ধরলেন অভিষেক।

হাতে নথি নিয়ে বোঝালেন, রাজ্যের জেলায় জেলায় উন্নয়নের এই রিপোর্ট কার্ড তাদের হাতে এবং পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার চার্জসিট

একশতাধিক কাজের টাকা দেয় নি কেন্দ্র, জল মিশ্রন, আবাস যোজনার টাকাও দেয় নি। সেই কেন্দ্র বলছে, ওরা এলে লক্ষীর তাগুরে ৩ হাজার করে মাসে টাকা দেবে। বাংলা বাদ দিয়ে ১৫ টি রাজ্যে বিজেপি সরকার আছে। সেখানে তারা সেটা দেয়নি। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, এস আই আর ও গ্যাসের লাইনে মানুষকে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। এদের কড়া জবাব দিতে হবে। লাভপুরে ফুল্লরা সতীপীঠ সৌন্দর্যায়ন ছাড়াও, অন্যান্য ক্ষেত্রে খতিয়ান তুলে ধরে এদিন তিনি বলেন, বীরভূমে ৮ লক্ষ চার হাজার এবং লাভপুরে ১ লক্ষ সাত হাজার মায়েরা লক্ষী তাগুর প্রাপকা ফেব্রুয়ারী মাসে যারা যুবসাবীতে ফর্ম ফিলাপ করেন, তারা শুধুমাত্র লাভপুরে ২৩ হাজার ৫০২ জন এবং বীরভূমে ২ লক্ষ ৬২ হাজার জন টাকা পেয়েছেন। পথশ্রী প্রকল্পে সর্বমোট ২০০ কিমি

বলেন, গত পাঁচ বছরে কেন্দ্র ১০ পয়সা দেয় নি। ৩৬ লক্ষ বাড়ি দিয়েছে, বলেন অভিষেক। এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে অভিষেক বলেন, গরীব মানুষের একশতাধিক দিনের কাজের টাকা দেয় নি কেন্দ্র, জল মিশ্রন, আবাস যোজনার টাকাও দেয় নি। সেই কেন্দ্র বলছে, ওরা এলে লক্ষীর তাগুরে ৩ হাজার করে মাসে টাকা দেবে। বাংলা বাদ দিয়ে ১৫ টি রাজ্যে বিজেপি সরকার আছে। সেখানে তারা সেটা দেয়নি। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, এস আই আর ও গ্যাসের লাইনে মানুষকে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। এদের কড়া জবাব দিতে হবে। লাভপুরে ফুল্লরা সতীপীঠ সৌন্দর্যায়ন ছাড়াও, অন্যান্য ক্ষেত্রে খতিয়ান তুলে ধরে এদিন তিনি বলেন, বীরভূমে ৮ লক্ষ চার হাজার এবং লাভপুরে ১ লক্ষ সাত হাজার মায়েরা লক্ষী তাগুর প্রাপকা ফেব্রুয়ারী মাসে যারা যুবসাবীতে ফর্ম ফিলাপ করেন, তারা শুধুমাত্র লাভপুরে ২৩ হাজার ৫০২ জন এবং বীরভূমে ২ লক্ষ ৬২ হাজার জন টাকা পেয়েছেন। পথশ্রী প্রকল্পে সর্বমোট ২০০ কিমি

১২৩ টি রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার বাবদ ৮৬ কোটি অর্থ ব্যয় হয়েছে। দুই বছরে বাংলা আবাস যোজনায় ১৩ হাজার ৪৩৭ জন বাড়ি পেয়েছেন। স্বাস্থ্য সাধী প্রকল্পে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ২১৭ জন উপকৃত হয়েছেন। রূপশ্রী প্রকল্পে ৬ হাজার বোনেরা উপকৃত হয়েছেন। পাশাপাশি, সাঁইথিয়া ব্লকের ৬ টি অঞ্চলের মধ্যে ৩ টি অঞ্চল লাভপুর বিধানসভার মধ্যে পড়ে। সেখানে বিজেপি আশানুরূপ ফল করতে পারে নি। তাই এই তিনটি অঞ্চলে বিজেপিকে ভোকাট্টা করার আহ্বান জানান, অভিষেক। শনিবার লাভপুরে ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা। বিরাট জন সমাগম হয় তার সভায়। এদিন উন্নয়ন যা হয়েছে তাকে হাতিয়ার করে বক্তব্য রাখেন অভিষেক। পাশাপাশি, আক্রমণ শানান কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে। জঙ্গলের সারনে করেন পাঁচ প্রতিজ্ঞা। তারপর স্টেজ ছাড়ার পরই ছড়ায় অতঙ্ক। দেখা যায় সভা মঞ্চের কাপড়ে লেগে গিয়েছে । কালো ঝোঁয় ঢেকে যায় চারপাশ। হুইচই পড়ে যায় অনুগামীদের মধ্যে মধ্যে। লাভপুরের মা ফুল্লরা মেসার

মাঠে তৃণমূলের জনসভায় মঞ্চে ছিলেন অনুব্রত মন্ডল-সহ জেলার অন্যান্য নেতারা। সকলেই আতঙ্কিত হন। তবে দমকলের তপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তৃণমূল প্রার্থী অভিজিত সিংয়ের সমর্থনে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ে মঞ্চে উঠে বক্তব্য রাখেন অভিষেক। প্রায় মিনিট চল্লিশ পরে মঞ্চ ছাউেন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তার পরেই আচমকা মঞ্চের এক কোণের উপরের অংশে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। তৃণমূলের পরতাকায় মোড়া মঞ্চের সাজসজ্জার ফাঁক দিয়ে নজরে আসে আগুনের শিখা। সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে অতঙ্ক। ঝোঁয়াল ভরে যায় এই এলাকা। জরুরি অবস্থায় ডিউটিতে থাকা দমকল কর্মীরা ছুটে আসেন। তাঁদের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। তবে তার আগেই আশপাশ ঢেকে যায় কালো ঝোঁয়াল। যেহেতু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল দমকলও তাই কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শর্ট সার্কিট থেকেই দুর্ঘটনা বলে পুলিশের অনুমান।

তৃণমূলের বিধায়ক জীবন শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে জেলে! শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের জোরদার প্রচার, কান্দি- খড়গ্রাম-বড়এগায় লাল ঝড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কান্দি, ২৮ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা জুড়ে জোরকদমে প্রচারে নেমেছে বামফ্রন্ট। শিক্ষা দুর্নীতির প্রতিবাদকে সামনে রেখে খড়গ্রাম, বড়এণ ও আশপাশের এলাকায় লাগাতার মিছিল, সভা ও জনসংযোগে দেখা গেল ব্যাপক উৎসাহ। শনিবার খড়গ্রাম ব্লকের নগরে সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে এক বিশাল কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি সাহা-কে সামনে রেখে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকের অংশগ্রহণে বিরাট মিছিল বের হয়। ‘ফুল বাঁচাও, মূল বাঁচাও’, ‘শিক্ষা বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও’, ‘বাম পুনরুত্থানের কারিগর হও’-এই সব স্লোগানে মুখর হয়ে গুঠে গোটো এলাকা। এই কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি ছেড়ে প্রায় ১০০ জন কর্মীর সিপিআই(এম)-এ যোগদান। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, এই যোগদানের ফলে এলাকায় বামফ্রন্টের সংগঠন আরও শক্তিশালী হয়েছে। অন্যদিকে, বড়এণ বিধানসভা কেন্দ্রেও জোরদার প্রচার চালানো হয়। আদি বাজার এলাকায় যৌথভাবে প্রচারে নামেন সিপিআই(এম) ও আরএসপি । ৬৬ নম্বর খড়গ্রাম কেন্দ্রে ধ্রুবজ্যোতি সাহা এবং ৬৭ নম্বর বড়এণ কেন্দ্রে আরএসপি প্রার্থী আনন্দ দাস-এর সমর্থনে এই প্রচার কর্মসূচি আয়োজিত হয়। মিছিল ও কর্মীসভা থেকে বক্তারা শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মানুষের অধিকার রক্ষা, গণতন্ত্রকে সুসংহত করা এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য বড়এণর তৃণমূলের বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে জেলে! এই ফাঁকা মাঠে কাঁপাচ্ছে বামফ্রন্ট। যদিও গত নির্বাচনে নিরিখে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি প্রার্থী করাই ফ্লোড দেখা গেছে।



এই কর্মীসভা এবং বিশাল মিছিল প্রমাণ করে সাধারণ মানুষ আবারও বামদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন খড়গ্রামের ৩ বারের তৃণমূলের বিধায়ক এলাকায় কোনো কাজ করেনি, শুধু ভাঁওতা দিয়ে তোলাবাঁজি করেছে, মানুষ শিক্ষা, কর্মসংস্থান চাইছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, একসময়ের শক্ত ঘাঁটি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যেই এবার খড়গ্রাম ও বড়এণর অঞ্চলে বাড়তি জোর দিচ্ছে বামফ্রন্ট। ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও নির্বিড় জনসংযোগের মাধ্যমে পুরনো সমর্থকদের ফের দলে টানার কৌশলও নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সব মিলিয়ে, নির্বাচনকে সামনে রেখে কান্দি মহকুমা জুড়ে জমে উঠেছে রাজনৈতিক লড়াই, আর তারই মধ্যে বামফ্রন্টের এই কর্মসূচি নতুন করে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।

ভোটার তালিকায় বিতর্কিত নাম! ‘বাংলাদেশী’ অভিযোগে ফের শিরোনামে লাভলি খাতুন, সরব বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ মার্চ : ভোটের আগে ফের চর্চার কেন্দ্রে মালদা। সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় নাম উঠে আসায় নতুন করে বিতর্কে জড়ালেন হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন পঞ্চায়ত প্রধান লাভলি খাতুন। তাঁকে ‘বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী’ বলে অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক শিবির। ঘটনার সূত্রপাত কয়েক বছর আগে। হরিশ্চন্দ্রপুর-এর রসিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন লাভলি খাতুন। অভিযোগ, তাঁর আসল পরিচয় ‘নাসিয়া শেখ’ এবং তিনি বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারত প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে জাল নথির মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেন পাতাই দাবি বিরোধীদের। ২০২৬ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথমে কংগ্রেসের চিকিট জয়ী হয়ে পরে তৃণমূল

কংগ্রেস-এ যোগ দেন তিনি এবং প্রধান পদে বসেন। কিন্তু তাঁর নির্বাচনী যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। ওবিসি সংরক্ষিত আসনে প্রধান হওয়ার জন্য যে জাতিগত শংসাপত্র প্রয়োজন, সেটিও ভুলোয় অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে প্রশাসনের কাছে। বিষয়টি পৌঁছায় আদালতেও। কলকাতা হাইকোর্ট-এর নির্দেশে তদন্তের পর চার্চলের মহকুমাশাসক লাভলি খাতুনের ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করেন। ফলত, তাঁর প্রধান পদ এবং পঞ্চায়েত সদস্যপদও খারিজ হয়ে যায়। যদিও তাঁকে প্রেশার করা হয়নি। এবার নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তাঁর নাম সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় উঠে আসায়। রাজ্যে চলা ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার মধ্যেই এই ঘটনা সামনে এসেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এত গুরুতর অভিযোগ

থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তাঁর নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হল, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টি ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি তোলা হয়েছে। বিজেপির দাবি, প্রশাসনিক গাফিলতির কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। পারে এবং দ্রুত সংশোধন প্রয়োজন। অন্যদিকে, প্রশাসনের তরফে এখনও এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বিচারদান কমিশন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ভোটের আগে এই ঘটনা থিরে রাখার জন্য বিজেপি পরিষ্কারভাবে বিতর্কিত নাম আদৌ তালিকায় থাকবে, নাকি সংশোধন হবে, সেটিই দেখার।

‘বেকার বিরোধী দিবস’-পালনে নবদ্বীপে শহর জুড়ে মিছিল ডিওয়াইএফআই-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৮ মার্চ : বেকারত্বের জ্বলন্ত ইস্যুকে সামনে রেখে ‘বেকার বিরোধী দিবস’-এ নবদ্বীপে শক্তি প্রদর্শনে নামল সিপিআইএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। শনিবার, ২৮ মার্চ শহর জুড়ে বিশাল মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে যুব সমাজের

অভিযোগ, সরকারের নীতির ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না, বরং বিদ্যমান কর্মক্ষেত্রও ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। ফলে যুব সমাজ আগু গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।তিনি আরও জানান, নবদ্বীপের বিশাল মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে যুব সমাজের



ফ্লোড ও দাবি তুলে ধরা হয়। প্রতি বছরের মতো এই বছরও দিনটিকে ঘিরে সংগঠিত হয় প্রতিবাদ কর্মসূচি। তবে এবারের মিছিল রাজনৈতিক দিক থেকেও আতংকিত হয়। কারণ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বামফ্রন্ট প্রার্থী স্বর্গেন্দু সিংহের সমর্থনেও এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ডিওয়াইএফআই নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক রুদ্রপ্রসাদ মুখার্জি মিছিল থেকে সরব হয়ে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বেকারত্ব দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তাঁর

দাবিতে সোচ্চার হন।উইওয়াইএফআই নেতৃত্বের দাবি, আগামী দিনে এমন একটি সরকার দরকার, যারা যুব সমাজের কর্মসংস্থানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে। তাদের মতে, বামফ্রন্টই সেই বিকল্প শক্তি, যারা বাস্তবসম্মত কর্মসংস্থানের রূপরেখা দিতে সক্ষম।জ্ঞানেনৈতিক বিশ্লেষণের মতে, এই মিছিল শুধু বেকারত্ব ইস্যুতে প্রতিবাদ নয়, বরং নির্বাচনের আগে নবদ্বীপে বামদের শক্তি ও সংগঠন ক্ষমতারও একটি স্পষ্ট বার্তা বহন করছে।

পরিবেশবান্ধব বন্দর ও সামুদ্রিক পরিকাঠামোয় গতি, ২০৩০ এর মধ্যে কার্বন নিঃসরণ ৩০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : দেশে পরিবেশবান্ধব বন্দর গড়ে তোলা ও সামুদ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই লক্ষ্যে প্রধান বন্দরগুলিতে ‘গ্রিন টাগ টানিশ্চিন থোপ্‌গ্রাম’ (জিটিটিপি) চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রচলিত ডিজেলচালিত টাগবোটকে ধাপে ধাপে বৈদ্যুতিক বা হাইব্রিড টাগে রূপান্তর করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি বন্দর এলাকায় নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো, যন্ত্রপাতি ও মানবাহনের বিদ্যুদয়ন, শূন্য-নিঃসরণ ট্রাক চালু করা এবং ‘হরিত সাগর গ্রিন পোর্ট’ গাইডলাইন-’এর আওতায় অনশোর পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এইসব উদ্যোগের ফলে প্রধান বন্দরগুলিতে কার্বন নিঃসরণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

লোকসভায় লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোমনোয়াল জানান, দীনদয়াল উপাধ্যায়, জওহরলাল নেহরু, বিশাখাপত্তনম ও ডি ও চিদম্বরনার বন্দরগুলিতে ইতিমধ্যেই বৈদ্যুতিক টাগের জন্য কাজের নির্দেশ জারি হয়েছে। এছাড়া নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক গুজরাটের দীনদয়াল বন্দর, ওড়িশার পারাদ্বীপ বন্দর এবং তামিলনাড়ুর ডি. ও. চিদাম্বরনার বন্দরকে গ্রিন হাইড্রোজেন হাব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এইসব বন্দরে গ্রিন হাইড্রোজেন ও গ্রিন অ্যামোনিয়া প্রকল্প গড়ে তুলতে জমি বরাদ্দ, ইলেক্ট্রোলাইজারভিত্তিক প্ল্যান্ট স্থাপন এবং গ্রিন মিথানল সরবরাহ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হচ্ছে। পারাদ্বীপ বন্দরে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে প্রায়

৭৯৭.১৭ কোটি টাকার প্রকল্পে গ্রিন হাইড্রোজেন বা অ্যামোনিয়া হাবলিঙ্গ জেটি তৈরি করা হচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত দুই অর্থবছরে (২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫) বন্দর আধুনিকীকরণ, উপকূলীয় জাহাজ চলাচল এবং সবুজ বন্দর উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রায় ১৮০টি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। ‘মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০’-এর লক্ষ্য অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বন্দরে নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার ৬৮ শতাংশের বেশি হবে, ৫০ শতাংশ যন্ত্রপাতির বিদ্যুদয়ন, সবুজ এলাকার পরিমাণ ২০ শতাংশে উন্নীত করা এবং প্রতি টন পণ্য পরিবহনে কার্বন নিঃসরণ ৩০ শতাংশ কমানো হবে। কেন্দ্রের মতে, এই পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়িত হলে দেশের সামুদ্রিক ষাৎ আরও টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পথে এগোবে।

মুর্শিদাবাদে রামনবমীর মিছিলে হিংসার ঘটনায় গ্রেফতার ৮, রঘুনাথগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৮ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে শুক্রবার সন্ধ্যায় রামনবমীর মিছিল চলাকালীন ঘটা হিংসার ঘটনায় শনিবার সকাল পর্যন্ত আটজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রঘুনাথগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করার পাশাপাশি প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় রামনবমীর মিছিল চলাকালীন বিবাদের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি হিংসাত্মক রূপ নেয় এবং দু’পক্ষ থেকেই পাথর ছোঁতা শুরু হয়। এই সময়ে বেশ কিছু দোকান ও সম্পত্তিতে ভাঙচুর চালানো হয় এবং কিছু জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাও সামনে এসেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রঘুনাথগঞ্জের ম্যাকোঞ্জ পার্কের দিকে যাওয়ার সময় সিসাতলা এলাকায় গান বাজনাকো কেন্দ্র করে মিছিলে অংশগ্রহণকারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। এরপর ফুলতলা মোড়ের কাছেও পাথর বৃষ্টির ঘটনা ঘটে, যেখানে অভিযোগ অনুযায়ী মিছিলকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে উত্তেজিত জনতা আশেপাশের বেশ কিছু ফলের দোকানে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, যার ফলে এলাকায় উত্তেজনা আরও ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে লাগাতার টহল দেওয়া হচ্ছে এবং শান্তি বজায় রাখতে

রুট মার্চ করা হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকদের দাবি, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মুর্শিদাবাদের ডিআইজি অজিত সিং যাদব জানান, পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। এলাকায় পর্থাণ্ড পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। হিংসায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। অন্য এক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক জানান, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে নিরবিচ্ছিন্ন নজরদারি চালানো হচ্ছে। শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে পুলিশ টহলদারি জারি রয়েছে। হিংসায় লিপ্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না। প্রশাসন রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার কিছু এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে, যার ফলে চার বা তার বেশি মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিজেপি নেতা ধনঞ্জয় ঘোষ অভিযোগ করেছেন যে, এই হিংসা ছিল পূর্বপরিকল্পিত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। অন্যদিকে, জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম বলেন, এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রশাসনের উচিত দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া এবং শান্তি নিশ্চিত করা। প্রশাসন স্থানীয় মানুষের কাছে শান্তি বজায় রাখার এবং গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পুরো জেলায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে এবং পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

ঝড়-তুষারে বিপর্যস্ত পাহাড়-সমতল, দার্জিলিং থেকে সিকিম দুর্যোগে ব্যাহত জনজীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২৮ মার্চ : রাতভর ঝড়, বৃষ্টি ও তুষারপাতে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল উত্তরবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি অঞ্চল। দার্জিলিং থেকে সিকিম- সর্বত্রই প্রকৃতির কবর



রুদ্ররূপের প্রভাব পড়েছে। এর জেরে একাধিক এলাকায় রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়, ব্যাহত হয় যান চলাচল, আর ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তন শুক্রবার গভীর রাত থেকেই শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি পাহাড়ি এলাকায় তার সঙ্গে যুক্ত হয় শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাত। উত্তর সিকিম-এর একাধিক পর্যটনকেন্দ্র- ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার, লাতেন, লাচুং, নাথাং-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘন তুষারের চাদরে ঢেকে যায়। ফলে শনিবার সকাল পর্যন্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ বন্ধ হয়ে পড়ে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বোর হভেই তুষার সরানোর কাজ শুরু করা হয়। চুংথাং থেকে লাচুং ও

লাচেনে যাওয়ার রাস্তা আংশিকভাবে খুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। একইভাবে তেরএন রোড হয়ে ১৫ মাইল এবং আরএন রোড হয়ে নাথাং যাওয়ার পথও পরিষ্কার করার ৫, ১৭ এবং ৩৩ নম্বরে ঝড়ের দাপটে গাছ ভেঙে পড়ে। ফলে শনিবার সকালে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। অফিসযাত্রী ও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। শহরের পরিস্থিতি সমাল দিতে দ্রুত নেমে পড়ে পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। ভেঙে পড়া গাছ সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয় সকাল থেকেই। শহরের মেয়র গৌতম দেব জানান, ‘ ঝড় খামার পর আমি কয়েকটা জায়গায় রাতেরি গিয়েছি। কিছু গাছ ভেঙে পড়েছিল। সে সব দ্রুত কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ দার্জিলিঙের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিক জানিয়েছেন, ‘ একাধিক জায়গায় রাত থেকে ঝড়বৃষ্টির ফলে গাছ ভেঙে পড়েছে। সে সব জায়গায় কাজ শুরু হয়েছে।’ প্রাকৃতিক দুর্যোগে পর্যটন ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা- দুইই বিপর্যস্ত হয়েছে। বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হতে পারে। তবে আগামী কয়েকদিন পাহাড়ি এলাকায় সতর্কতা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেমে এসেছে ভোগান্তির ছাপ। এখন নজর, কবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হুন্দে ফিরবে পাহাড় ও সমতল।

কালবৈশাখীর তাগুবে ক্ষতিগ্রস্ত রামনবমীর উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৮ মার্চ : রামনবমী উপলক্ষ্যে ঝাড়গ্রামের জামবনি ব্লকের বড়শোল গ্রামে শুরু হওয়া হরিনাম সংকীর্তনের মাঝেই কালবৈশাখীর তাগুবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ল আয়োজক কমিটি। শুক্রবার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে লভভও হয়ে যায় উৎসবের প্যালেডও আলোকসজ্জা। প্রতি বছরের মতো এবছরেও বড়শোল সর্বজনীন বাহোয়ারী উৎসব কমিটির উদ্যোগে তিন রাত্রি ও চারদিনব্যাপি এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবছর উৎসবের ৫৭তম বর্ষে পূর্ণাঙ্গণ করেছে এই ঐতিহ্যবাহী আয়োজন। কিন্তু উৎসব চলাকালীন শুক্রবার গভীর রাতের আচমকা কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। বজ্রপাতে নষ্ট হয়ে যায় ডিজি সেট এবং আলোকসজ্জার একাংশ। পাশাপাশি প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় প্যালেডের একটি বড় অংশ ভেঙে পড়ে যায়। শনিবার সকাল থেকেই পরিস্থিতি সামাল দিতে নতুন করে প্যালেড তৈরির কাজ শুরু করেছেন সদস্যরা। দ্রুত উৎসবের পরিবেশ স্বাভাবিক করতে জোরকদমে চলে পুনর্গঠনের কাজ। কমিটির সদস্যরা জানান, ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সমুদ্রগড়ে জোরকদমে প্রচার, জনসংযোগে নজর কাড়লেন স্বপন দেবনাথ

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৮ মার্চ : পূর্বস্থলী ১ ব্লক-এর অন্তর্গত সমুদ্রগড় রেল বাজার এলাকায় জোরদার নির্বাচনী প্রচার সাড়লেন স্বপন দেবনাথ। তিনি তৃণমূল কংগ্রেস- এর পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের



প্রার্থী হিসেবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং এলাকার উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। শনিবার সকাল থেকেই সমুদ্রগড় রেল বাজার চত্বরে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এক বিশাল পদযাত্রা ও জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেন স্বপন দেবনাথ। পথচলিতে সাধারণ মানুষ, দোকানদার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা ও চাহিদার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন তিনি। একই সঙ্গে রাজা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন। এই প্রচার কর্মসূচিতে ব্যাপক ভিড লক্ষ্য করা যায়। দলীয় পতাকা ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। স্বপন দেবনাথ বলেন, মানুষের সমর্থন আমাদের সঙ্গে রয়েছে। গত কয়েক বছরে এই অঞ্চলে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই পূর্বস্থলী দক্ষিণে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। সমুদ্রগড়ে এদিনের এই প্রচার কর্মসূচি সেই উত্তাপকে আরও বাড়িয়ে দিল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল ।

বালি বোঝাই ডাম্পার উল্টে যানজট, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২৮ মার্চ : হুগলির গোঘাটের সাতবেরিয়া এলাকায় কামারপুকুর-বদনগঞ্জ রোডে নির্মীয়মাণ সেতুর উপর বালি বোঝাই একটি ডাম্পার উঠে পড়ে উল্টে যাওয়ায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। শনিবার এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাকলা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেতু নির্মাণের কাজ চলাকালীন পর্থাণ্ড সতর্কতা না নিয়েই ডাম্পারটি ব্রিজের উপর উঠে পড়ে। এর ফলে হঠাৎই যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়ে যায়। ব্যস্ত এই রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ ধরে গাড়ির লাইন পড়ে থাকে, চরম দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ট্রাফিক পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ডাম্পারটি সরানোর কাজ শুরু হয়। কিছুটা সময় লাগলেও শেষ পর্যন্ত ডাম্পার সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয় এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। এই ঘটনার বড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয়রা। তবে নির্মাণস্থলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এমন ব্যস্ত সড়কে সেতু নির্মাণের সময় যথাযথ নিরাপত্তা ও নজরদারির অভাবেই এই ঘটনা ঘটেছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, তার জন্য নির্মাণকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হবে।

যৌথ সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে

কলকাতা, ২৮ মার্চ : ভোট কর্মীদের নির্বাচন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ত্রিটি কেন্দ্রে যৌথ বাহিনীর মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া ও সিসিটিভির ব্যবস্থা করতে হবে বলে দাবি জানিয়ে সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের যৌথ সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে। সংগঠনের তরফে আজ মুখা নির্বাচনী আধিকারিককে লেখা চিঠিতে গতকাল নদীয়ার রানামাঠে ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ চলাকালীন ভোট কর্মীর উপরে আক্রমণের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

ভাটপাড়ায় তৃণমূলে যোগ দিলেন অর্জুন সিং ঘনিষ্ঠ নেতা রাজ বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, টিটাগড়, ২৮ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ভাটপাড়া ও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে বড়সড় ভাঙনের ঘটনা সামনে এল। শনিবার বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত বিজেপি নেতা রাজ বিশ্বাস তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। টিটাগড়ে অবস্থিত দমদম-ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকা। এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অমিত গুপ্তা সহ জেলা ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃহু। তৃণমূল সূত্রে দাবি, রাজ বিশ্বাসকে যোগদানের ফলে ভাটপাড়া এলাকায় বিজেপির সংগঠনে বড়সড় থাকা লাগবে এবং তৃণমূলের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে। রাজ বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বিজেপির সক্রিয় সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন এবং অর্জুন সিংয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

